গল্প-লহরী

বসন্তকুমার, প্রেমের সন্ন্যাসী, শাক্যসিংহ-প্রতিভা,
বাল্মীকি চরিত, দেবী কি মানবী, বিশে-পাগলার
থী, লীলাময়ী, হুজুগে-স্বর্গ, প্রভাস-মিলন,
বিল্ব-মঙ্গল, শ্রীমন্তের-মশান, চতুরে-
চতুরে, সংসার-রহস্য,
পদ্মলোচন-প্রভৃতি
প্রণেতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক
বিরচিত।

কলিকাতা,

১২৯৯ সাল।

Published by Akshay kumer sircar
No 77-1 Mooktaram Baboo's street
Chorbagan, Calcutta.

Printed by Nogendra Nath Chuckerbutty,
at the Gyanodoya Press, 8, Tamer's Lane,
CALCUTTA.

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার উৎসাহে এবং উদ্যোগে বঙ্গভাষায়
নবযুগ উপস্থিত হইতেছে,
যাঁহার ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ-পাঠে
অনেক গ্রন্থকারের ভ্রম-বিশ্বাস
তিরোহিত হইতেছে,
সেই পূজনীয়
পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি
মহাশয়ের নামে এই ক্ষুদ্র
'গল্প-লহরী'
উৎসর্গ করিলাম।

প্রণত
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার।

বিজ্ঞাপন।

কতিপয় বন্ধুর উৎসাহে "অনুসন্ধান", "সাহিত্য-কল্পদ্রুম", "চিত্রদর্শক" প্রভৃতি প্রসিদ্ধ মাসিক ও সাময়িক পত্রিকায় প্রচারিত মল্লিখিত কয়েকটি গল্প, পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলাম। সাধারণ পাঠকবর্গের উপযোগী করিবার জন্য বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় গল্পাদি প্রকাশিত করাই, আমার বন্ধুগণের অনুরোধ। তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে পড়িয়াই কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিলাম।

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি (আর্য্যদর্শনের ভূতপূর্ব্ব সহকারী সম্পাদক ও "অনুসন্ধানের" বর্ত্তমান সম্পাদক এবং মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের জীবন-বৃত্তান্ত প্রণেতা) মহাশয়, নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার এই পুস্তকের প্রথম কয়েকটি গল্পের ভাষা ও ভাব সংশোধন করিয়া দিয়াছেন। এই উপকারের জন্য আমি তাঁহার চরণে চির-কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ রহিলাম।

আমার পরমবন্ধু শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ও আমার এই পুস্তক-প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন; তজ্জন্য আমি তাঁহাকে অন্তরের অন্তস্তল হইতে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

পরিশেষে নিবেদন, এই সামান্য পুস্তক-পাঠে যদি কাহারও বিন্দুমাত্র পরিতৃপ্তি জন্মে, তাহা হইলে আমি কৃতার্থ হইব।

১২৯৯ সাল, ২৮শে কার্ত্তিক।

বিনীত নিবেদক
শ্রীশরচ্চন্দ্র সরকার

গল্প-লহরী।

মিথ্যাসাক্ষী।

কলিকাতায় এক সম্প্রদায় লোক আছেন, তাঁহারা আজীবন মামলা মকদ্দমা লইয়াই কাল অতিবাহিত করেন—মকদ্দমাই তাঁহাদিগের পেশা ; লোকের টাকা ফাঁকি দেওয়াই তাঁহাদিগের কার্য্য। অধর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করাই তাঁহাদিগের জীবনের ব্রত। নির্ব্বিবাদ মসীজীবী কেরাণীগণ এ সকল দুঃসাহসিক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না. তাঁহারা এ সকল নিগূঢ় তত্ত্বের বিষয় অবগত নহেন।

অনেকে অনেক প্রকারে অর্থ উপার্জ্জন করেন, কিন্তু যে বিষয় বর্ণনা করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তদপেক্ষা ঘৃণিত—তদপেক্ষা জঘন্য কার্য্য বোধ হয় জগতে আর নাই। ঘটনাটি সত্য। আর সত্য বলিয়াই আমরা কৌতূহলাক্রান্ত পাঠকের জন্ত ইহা সাহস করিয়া প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়াছি। পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন, ব্যাপার কি ভয়ানক। এই সকল জুয়াচোর দিগের বিষয় বর্ণনা করা একপ্রকার দুঃসাধ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আজ এক নূতন ধরণের জুয়াচুরির উদাহরণ দিব। ইহাকে জুয়াচুরি বলে, চতুরতা বলে, কি, একপ্রকার ব্যবসা বলে. তাহা

আমরা জানি না; কিন্তু ইহাদিগের কার্য্য-কলাপ এত জঘন্য যে, ইহাদের দ্বারা প্রতিদিন কত নিরপরাধীর সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আদালতে উপস্থিত হইয়া কেহ দুই দণ্ড এদিক ওদিক করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেই, টেরিটী বাজারের জুতাওয়ালাগণের ন্যায়, মিথ্যাসাক্ষী ও মোক্তারগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিবে। কেহ আসিয়া কানে কানে জিজ্ঞাসা করিবে,—"মশায়! কিছু কাজ আছে নাকি? আমার পাল্লায় খুব ধড়ীবাজ সাক্ষী আছে। এক কথায় আপনার মকদ্দমা হাসিল করিয়া দিবে।" অপর একজন হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গিয়া বলিবে,—"আপনি ওদের কথা শোনেন কেন, আমি আপনাকে ।৷০ আট আনায় এম্ এ, বি এল্, পাস করা উকীল জোগাড় করিয়া দিব—মকদ্দমা চালাইবার ভাবনা কি? এইপ্রকারে মোক্তারদিগের ও মিথ্যাসাক্ষিগণের জ্বালায় আপনাকে অস্থির হইয়া পড়িতে হইবে। তাহার উপর যদি যথার্থই আপনার কোন মকদ্দমা থাকে এবং আপনি সেইরূপ ভাব প্রকাশ করেন—তাহা হইলেই সোণায়-সোহাগা। আপনাকে চারিদিক হইতে ঘেরিয়া, "দশচক্রে ভগবান্ ভূত" বানাইবে।

আজ কাল এই মিথ্যাসাক্ষীর ব্যাপারটা এত ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, পদে পদে অধর্ম্মেরই জয় হইতেছে। যে যথার্থ টাকা ধার দিয়াছে, সে হয় তো একপয়সাও ফিরিয়া পাইতেছে না—আর যে চন্দ্র সূর্য্য ও ত্রেত্রিশকোটী দেবতা ও গঙ্গাজল লইয়া, শপথ করিয়া, টাকা ধার লইয়াছে, সে হাসিতে হাসিতে মিথ্যাসাক্ষীর সাহায্যে জয়লাভ করিয়া, খরচ খরচা সমেত আদায় করিয়া লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছে। আদালতের জজ,

বিপক্ষপক্ষীয় উকীল ও ব্যারিষ্টারগণ এই সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়াও কিছু করিতে পারিতেছেন না। ধরা বাঁধা নিয়মের উপর তো আর জারিজুরী চলিবে না; কাজেই বুঝিয়া সুজিয়াও তাঁহারা কিছু করিতে পারেন না। জানিয়া শুনিয়াও তাঁহারা ইহার প্রতিবিধান করিতে পারিতেছেন না। হায়! হায়! বসুন্ধরা ঘোর কলিগ্রস্ত হইয়া কেমন করিয়া এই পাপিগণের ভার বহন করিতেছেন।

মিথ্যাসাক্ষী দিবার জন্য কত লোক ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়, সামান্য অর্থের জন্য প্রতিদিন কত মিথ্যা কথা কয়, কত 'হয়কে' 'নয়' করে, তাহ কে জানে? কে তাহার তত্ত্ব রাখে? ইহারা এত চতুর যে, বিচারপতি পর্য্যন্ত ইহাদের উপর কোন কথা কহিতে পারেন না। তোমায় একটি মকদ্দমা করিতে হইবে, উপযুক্ত সাক্ষীর অভাবে তুমি হয় তো তাহাতে অগ্রসর হইতে পারিতেছ না; কিন্তু সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া পেসাদার মিথ্যা-সাক্ষী জোগাড় কর, দেখিবে তোমার জয় অনিবার্য্য। তাহারা এমন করিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিবে যে, যেন যথার্থই সে সেই সময় তথায় উপস্থিত ছিল।

একদিন একজন লোক আদালতে অপর একজন লোকের নামে, ৭৫৲ টাকার দাবীতে নালিশ করিয়াছিল। আসামী তাহা অস্বীকার করেন। কিন্তু ফরিয়াদী, তিন জন মিথ্যাসাক্ষী দাঁড় করাইয়া, কেমন করিয়া জয়লাভ করেন, তাহা বলিতেছি। এই স্থানে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত তিন জন সাক্ষী ফরি-যাদীর উকীল দ্বারা বিশেষরূপে শিক্ষিত হইবার সময় পায় নাই। এমন কি, তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া দেওয়াও হয় নাই।

মকদ্দমা উঠিল। আসামীর পক্ষের উকীল, তাঁহার মক্কেলের দেনা অস্বীকার করিলেন। মকদ্দমা চলিতে লাগিল।

ফরিয়াদীর পক্ষের প্রথম সাক্ষীর ডাক হইলে, সে আসিয়া কাটগড়ায় দণ্ডায়মান হইল। রীতিমত শপথ গ্রহণ করিল।

আসামীর পক্ষীয় উকীল জেরা করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, তুমি ইহাঁকে টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

স্থির, ধীর, প্রশান্ত বদনে পেসাদার সাক্ষী, উত্তর প্রদান করিল,—"হাঁ, দেখিয়াছি!"

উকীল। তুমি বিচারপতির সম্মুখে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিয়াছ, তাহা মনে আছে?

সাক্ষী। আছে।

এই খানে বলিয়া রাখা উচিত যে, উক্ত সাক্ষীকে যখন শপথ করান হয়, তখন সে বলিয়াছিল—"আমি ঈশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি, এই আদালতের সম্মুখে, আজ মিথ্যা বৈ সত্য বলিব না।"

যিনি শপথ করাইতেছিলেন তিনি বলিয়াছিলেন, বল—"সত্য বই মিথ্যা বলিব না।"

সাক্ষী অর্দ্ধেক কথা পেটে—আর অর্দ্ধেক কথা মুখে, অর্দ্ধেক প্রকাশিত—অর্দ্ধেক অপ্রকাশিত ভাবে বলিয়াছিল—"মিথ্যা বৈ সত্য বলিব না।"

তাহার একথা কেহই বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু "মিথ্যা-সাক্ষিগণ প্রায়ই একথা বলিয়া থাকে।

উকীল। যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিবে?

সাক্ষী। হাঁ, বলিব।

উকীল। তুমি বলিতেছ, "টাকা দিতে দেখিয়াছি"; আচ্ছা, এই ৭৫৲ টাকা কখন্ দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দিনের বেলায়।

উকীল। টাকা কোথায় ছিল?

সাক্ষী। একটা থলিতে।

উকীল। থলিটি কি রঙের?

সাক্ষী। আজ্ঞে কাল রঙের।

উকীল। কোন স্থানে বসিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদী নিজ বাটীতে, বহির্বাটীর ঘরে, এই টাকা প্রদান করেন।

উকীল। আচ্ছা যখন টাকা দেওয়া হইয়াছিল তখন তোমরা কিসের উপর বসিয়াছিলে?

সাক্ষী। শতরঞ্চীর উপর।

উকীল। আচ্ছা, তুমি যাইতে পার।

প্রথম সাক্ষী চলিয়া গেল। পরে দ্বিতীয় সাক্ষীর ডাক হইলে, সে আসিয়া বিচারপতির সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। যথাবিধি হলপ্ (শপথ) গ্রহণের পর, আসামীর পক্ষের উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। আজ্ঞে হাঁ। ফরিয়াদী আসামীকে, অমুক দিবস, ৭৫৲ টাকা প্রদান করিয়াছিল, আমি দেখিয়াছি।

উকিল। টাকা কখন্ দেওয়া হইয়াছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, রাত্রিতে।

প্রথম সাক্ষীর সহিত একেবারে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অপর নক

শুদ্ধ সকলেই হাসিয়া আকুল। সকলেরই বিশ্বাস হইল, করিয়াদী মিথ্যাসাক্ষী দ্বারা মকদ্দমা চালাইতেছেন। প্রথম সাক্ষী স্পষ্ট বলিয়া গেলেন "টাকা দিনের বেলায় দেওয়া হইয়াছিল" আর দ্বিতীয় সাক্ষী একেবারে তাহার বিপরীত কথা বলিল। কাজেই সকলের অবিশ্বাস জন্মে। আরও এক কথা, পাকা উকীলে কখন্ কিরূপ ভাবে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, তাহা বলা যায় না। হয়তো, এমন এক সামান্য কথা জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যে, মিথ্যাসাক্ষিগণের সহিত কাহারই ঐক্য হইল না—কাজেই মকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া গেল। উপরোক্ত দুই জন মিথ্যাসাক্ষীও সেইরূপ জেরার মধ্যে পড়িয়াছিলেন। যাহা হউক, প্রথম সাক্ষী এবং দ্বিতীয় সাক্ষীর এইরূপ কথার বিভিন্নতা শ্রবণে আসামীর পক্ষীয় উকীল মৃদু হাসি হাসিয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— "টাকা কিসে ছিল ?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটি থলিতে।

উকিল। থলিটি কি রঙের ?

সাক্ষী। আজ্ঞে, লাল রঙের।

উকীল। কোন্ স্থানে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল ?

সাক্ষী। আজ্ঞে, দালানে।

উকীল। আচ্ছা, সেই সময় তোমরা কিসের উপর বসিয়াছিলে ?

সাক্ষী। মাদুরের উপর।

আসামীর পক্ষের উকীল, বিচারপতির দিকে চাহিয়া, মৃদু-মধুর হাসি হাসিলেন। তৎপরে আসামীর জয়লাভ অনিবার্য্য ভাবিয়া, দ্বিতীয় সাক্ষীকে বিদায় দিলেন। পরে তৃতীয় সাক্ষীর

ডাক হইল। পাঠকগণ! স্মরণ রাখিবেন,—প্রথম এবং দ্বিতীয় সাক্ষী যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিল, তাহা উভয়তঃ সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল—"দিনের বেলায় টাকা দেওয়া হইয়াছিল।" কিন্তু দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল—"রাত্রিতে টাকা দেওয়া হয়।" প্রথম সাক্ষী "থলিটা কাল রঙের" বলিয়াছিল—আর দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল "লাল"। প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল—"ফরিয়াদী, নিজ বাটীতে, বহির্ব্বাটীর ঘরে ৭৫৲ টাকা প্রদান করেন।" আর দ্বিতীয় সাক্ষী বলিল—"টাকা দালানে বসিয়া দেওয়া হইয়াছিল।" প্রথম সাক্ষী বলিয়াছিল —"শতরঞ্চীর উপর বসিয়া টাকা দেওয়া হইয়াছিল।" আর দ্বিতীয় সাক্ষীর জবানবন্দীতে প্রকাশ,—টাকা দিবার সময় তাহারা মাদুরের উপর বসিয়াছিল।

এই সকল সামান্য সামান্য কথায় এত তফাৎ দেখিয়া বাস্তবিক বিচারপতির পর্য্যন্ত ধারণা হইল—হয়তো টাকা দেওয়া হয় নাই—সাক্ষীরা মিথ্যা কথা কহিতেছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় সাক্ষী, তারিখ, টাকা, থলি ইত্যাদি গোটা দুই তিন বিষয় ঠিক ঠিক বলিয়াছিল। কিন্তু যে বিষয় কিছুই জানে না—জেরার মুখে সে প্রকার প্রশ্ন করিলে, কাজেই ঠকিতে হয়। তাহাদেরও সেই অবস্থা ঘটিয়াছিল।

এই সময় তৃতীয় সাক্ষীর ডাক হইল। সে আসিয়া কাটগড়ায় দণ্ডায়মান হইল। তাহার মূর্ত্তি দেখিয়াই সকলের অনুমান হইল, একটি পাকা বদমায়েস উপস্থিত হইয়াছে।

উকীলের মনে মনে ধারণা, তাঁহার পক্ষে জয় অনিবার্য্য। কাজে কাজেই মৃদু মধুর হাসি হাসিতে হাসিতে তিনি তৃতীয়

সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা! তুমিও কি এ টাকা দিতে দেখিয়াছ?"

সাক্ষী। হাঁ, দেখিয়াছি।

উকীল। টাকা কিসে ছিল?

সাক্ষী। আজ্ঞে, একটা থলিতে।

উকীল। থলিটি কি রঙের? "লাল" না "কাল"?

সাক্ষী কিয়ৎক্ষণ কি ভাবিল। তা'রপর উত্তর দিল,—"আজ্ঞে, থলিটার রঙ —লাল বলিলেও হয়, কাল বলিলেও বলা যায়।"

বিচারপতি এবং আসামীর পক্ষীয় উকীল চমকিয়া উঠিলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি রকম? পরিষ্কার করিয়া বল।"

সাক্ষী। আজ্ঞে, থলির তো দু'পিট থাকে?

উকীল। হাঁ থাকে, তাতে কি?

সাক্ষী। আজ্ঞে, আমিও তো তা'ই বলছি,—থলিটার একপিটে লাল রঙের কাপড় ও আর একপিটে কাল রঙের কাপড় ছিল। তাই বলিয়াছি, "কাল" বলিলেও বলা যায়, "লাল" বলিলেও বলা যায়। তা' ধর্ম্মাবতার! যে যে ভাবে গ্রহণ করে—

উকীল। আচ্ছা, টাকা কোথায় দেওয়া হইয়াছিল? "দালানে" না "ঘরে"?

সাক্ষী। আজ্ঞে, সে স্থানটাকে দালান বলিলেও বলা যায়, ঘর বলিলেও বলা যায়।

উকীল। সে কি রকম?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদীর বাড়িতে যে দালান আছে,

তাহার প্রত্যেক খাটালে দরজা বসান আছে। দরজা খুলিয়া ঠাকুর-পূজা করিলেই দালান বলা হয়। আর, পূজা ফুরাইয়া গেলে দরজা দিয়া, তাহার ভিতরে বসিলেই বহির্ব্বাটীর ঘর হইল।

উকীল। আচ্ছা, টাকা দিবার সময়, তোমরা ফরিয়াদী'র বাড়ীতে কিসের উপর বসিয়াছিলে, তাহা মনে আছে কি? "মাদুরে" কি "শতরঞ্চীর" উপরে বসিয়াছিলে, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পার কি?

সাক্ষী। আজ্ঞে, ফরিয়াদী গরীব গৃহস্থ মাত্র। তাঁহার বাড়ীতে ভাল আস্‌বাব আয়োজন বড় কিছু নাই। তবে আমরা পাঁচজনে গিয়া মাঝে মাঝে বসি ও গল্প গুজব করি। যখন টাকা দেওয়া হইয়াছিল, তখন আমরা কিসের উপর বসিয়াছিলাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমায় বলিতে হয় যে শতরঞ্চীও বলা যায়, আবার মাদুরও বলা যায়। কেন না, শতরঞ্চীখানা এমন টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া ছিঁড়িয়া গিয়াছিল যে, আমাদের চার পাঁচ জনের মধ্যে কেহ হয়তো শুধু মাদুরে বসিয়াছিল, কেহ হয়তো একটু খানি শতরঞ্চীও পাইয়াছিল। সুতরাং ধর্ম্মাবতার! হুজুর!! সেস্থানে শতরঞ্চীও বলা যায়, মাদুরও বলা যায়।

আসামীর পক্ষীয় উকীল আর কোন কথা বলিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আচ্ছা, কোন্ সময়ে এই টাকা দেওয়া হইয়াছিল? 'রাত্রিতে' না 'দিনমানে'?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, সময়টা—রাত্রি বলিলেও হয়, দিবস বলিলেও বলা যায়?

এই উত্তর শুনিয়া সকলেরই চক্ষুস্থির! আসামীর পক্ষের উকীলের আর উপায় নাই। তথাপি ক্রোধভরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কি রকম? খুলিয়া বল?"

সাক্ষী। আজ্ঞে, টাকাটা যখন আসামীকে দিবার জন্য আনা হইয়াছিল, তখনও দিন ছিল। কিন্তু কার্য্য শেষ হইতে রাত আটটা বাজিয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে সময়টাকে দিনও বলা যাইতে পারে, রাত্রিও বলা যাইতে পারে। তবে যে যে ভাবে গ্রহণ করে, ধর্ম্মাবতার!

বিচারপতি তো অবাক! সেখানে যতগুলি লোক ছিল, তাহারাও অবাক। উকীল এবং আসামীর চক্ষুস্থির!!

নির্দ্দোষ আসামীর উকীল-খরচা গেল। ৭৫৲ টাকা অনর্থক অর্থদণ্ড হইল। লোকের নিকট প্রবঞ্চক বলিয়া পরিচিত হইলেন। আর, ফরিয়াদী বক্ষ ফুলাইয়া—"কলিতে অধর্ম্মেরই জয়"—এই ভাবিয়া গর্ব্বভরে প্রস্থান করিল। বাহিরে আসিয়া ভাবিতে লাগিল,—আবার কাহার বক্ষে ছুরিকা বসাইবে!

হায় বিধাতঃ! এ পাপীর কি দণ্ড নাই? "আছে!" অন্তরাত্মা বলিতেছে,—"অবশ্যই আছে।" তবে তাহাই হউক—সামান্য ৭৫৲ টাকার জন্য সে একজন নির্দ্দোষের মনে যে প্রকার ক্লেশ দিল, সে যেন তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধিক ক্লেশ ভোগ করে। পণ্ডিতগণ! বলিতে পারেন কি, এই সকল লোকের জন্য ধর্ম্মরাজ কি প্রকার নরক নির্ম্মাণ করিয়াছেন?

গোলক-ধাঁদা।

(সত্যঘটনা-মূলক প্রশ্ন-গল্প)

(১)

"আর কেন ভাই! চিনেছি—চিনেছি!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখনও পিছন-দিক হইতে প্রমদার চক্ষু ধরিয়া রহিলেন। প্রমদা, হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর কেন ভাই, চিনেছি—চিনেছি! কেন আর চোক ধর—নগেন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তদ্দণ্ডেই অমনই চক্ষুর্দ্বয় ছাড়িয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন,—"ওঃ!" পরক্ষণেই অমনই ত্বরিত-পদে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা বলিতেছিল,- "তুমি!—" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহা আর না শুনিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রমদা তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য, কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই, দেখিল—তাহার সম্মুখেই এক বাধা—তাহার শ্বশুর-মহাশয় উপরে উঠিতেছিলেন; সুতরাং লজ্জায় নতমুখ হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া, তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। স্বামী সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

(২)

"ঐ দেখ্—ঐ দেখ, মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"—বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথের কোলের কাছে বসিয়া, তাহার ঘরের জানালার

ফাঁক দিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইল—"ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ মই দিযে ছাদে উঠ্‌ছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও একদৃষ্টে সেইদিকে তাকাইয়া দেখিলেন। বিমলা সুযোগ বুঝিয়া, আবার বলিল—"আমি কি আর মিথ্যে বলি? আমি প্রায়ই দেখে থাকি, তাই-ই বলি! তবে সম্পর্কটা খারাপ, তাইতে তুমি যা' মনে কর! কিন্তু এখন তো আর কিছু বল্‌বার যো নেই—এখন তো সব চাক্ষুষ দেখ্‌লে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর। এতদিন বিমলার সঙ্গে কতই তর্কবিতর্ক করিতেন—কথাটা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়াই দিতেন; কিন্তু আজ যে এ চাক্ষুষ ঘটনা! তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়! এতদিন আমি কি পিশাচীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম! ধিক—ধিক আমাকে!" পরক্ষণেই মনের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বলিলেন,—"বিমলা!—বিমলা! ধিক আমাকে! এতদিন যদি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তেম, তা'হলে আমাকে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হ'তে হ'ত না! হায় এতদিন আমি দুধ-কলা দিয়ে কি কাল-সাপিনীকে পুষ্‌লেম! দেবী-জ্ঞানে পিশাচী-প্রেতিনীর সেবায় কাল কাটালেম! বিমলা!—বিমলা! এখন আর এর উপায় কি? আমার ইচ্ছে করছে, আমি এখনই গিয়ে ওকে খুন করে ফেলে মনের এই দারুণ যাতনা থেকে অব্যাহতি লাভ করি!" এই বলিতে বলিতে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ক্রোধভরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলা, আর সে পাপময় দৃশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের চক্ষে পতিত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর অনুতাপিত না করে—যেন এইজন্যই

তৎক্ষণাৎ সেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল এবং ক্ষিপ্রহস্তে অমনই তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই মৃদুস্বরে, কতকটা দুঃখের ভাব প্রকাশ করিয়া, বলিতে লাগিল,—"এখন উতলা হ'বার সময় নয়! এখনও আমার কথা শোন' আমি যা' বলি, তা' শুন্‌লে, এখনও উপায় হ'তে পারে। এতদিন শোন-নি ব'লেই তো এতদূর হয়েছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, দারুণ মর্ম্ম-বেদনায় অস্থির হইয়া, বলিলেন,—"বিমলা! আর যে শোন্‌বার সময় নেই!"

"সময় আছে—অস্থির হ'য়ো না। অস্থির হ'লে কোন কাজই হ'বে না। এখনও আমার পরামর্শ শোন, অবশ্যই ফল পাওয়া যাবে।"

এই বলিতে বলিতে, হস্ত ধরিয়া, বিমলা, আবার তাঁহাকে বসাইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাগে গস্‌গস্‌ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রমদা—পিশাচী।"

(৩)

স্বর্গীয় দ্বিজরাজ বসু মহাশয়, অতুল সম্পত্তি রাখিয়া, পরলোক-গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী—তাঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথ। বড়-লোকের ছেলে, অল্প বয়সে, পিতার সম্পত্তি-রাশি প্রাপ্ত হইলে, সাধারণতঃ যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, নগেন্দ্রনাথের এক্ষণে সেই অবস্থা। নগেন্দ্রনাথ, রাত্রিতে বাড়ী আসেন না; বিষয়-কর্ম্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই। অষ্টপ্রহরই কেবল 'সেখানে' পড়িয়া আছেন। কেবল সময়ে সময়ে পয়সাকড়ির আবশ্যক হইলে, এক-আধদিন বাড়ী আসেন মাত্র; নহিলে, তাঁহাকে আর পায়

কে? আহা,—তাঁহার বিহনে তাঁহার স্ত্রী—বালিকা নগেন্দ্র-বালার কি কষ্ট! বালিকা এখনও সংসার-রঙ্গ বুঝিবার অবসর পায় নাই—এ কোমল বয়সে সংসারের বিষম কূটজাল ভেদ করিবে, তাহার সাধ্য কি? পরিপক্ক বয়সেই মানুষ যখন সে রহস্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন কোরক-কোমল বালিকা তাহার কি বুঝিবে? তাই তার চোখে—সদাই বিরহাশ্রুজল; তাই সে সদাই হতাশায় কাঁদিয়া আকুল। নগেন্দ্রনাথ তা'র দিকে একবার ফিরেও চাহেন না; সে কত বিনয় করিয়া—কাঁদিয়া বলে,—"তুমি যেও না!" কিন্তু, হায়, তা শোনে কে?

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর পাশেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাড়ী। দুই বাড়ীই লাগালাগি। দুইটি বাড়ীরই কতকাংশ ত্রিতল এবং কতকটা দ্বিতল। তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা সেকেলে ধরণের—কতকটা নীচু-নীচু; আর, নগেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা বেশ খোল্‌তা—উঁচুতেও বড়। এমন কি, জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীর দোতলার ছাদের উপর দাঁড়ালে, নগেন্দ্রনাথদের ছাদ আরও প্রায় তিন চারি হাত অধিক উঁচু বলিয়া বোধ হয়। যদিও দুইটি বাড়ীই পরস্পর-সংলগ্ন, তথাপি এছাদ হইতে ওছাদে যাইবার যো নাই। বিশেষ, অনেক কালের কথা, সামান্য একটু জমি-জরাৎ লইয়া, নগেন্দ্রনাথের পিতার ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতার কি একটা দ্বন্দ্ব-কলহ হওয়ায়, পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাওয়া-আসার পাট অনেক দিন হইতেই, উঠিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, আজ বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে দেখাইল, রাত্রি দু'পুরের সময়, একখানি মৈ লাগাইয়া, একটি স্ত্রীলোক, তাঁহাদের ছাদ

হইতে নগেন্দ্রনাথদের ছাদে উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, তেতালার ঘরের জানালা দিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন।

চাক্ষুষ এ ঘটনা দেখিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর বাস্তবিকই স্থির থাকেন কি করিয়া?

(৪)

পরদিন জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনটা এতই খারাপ হইয়া রহিল যে, তিনি আর দিনমানের মধ্যে বিমলার ঘর হইতে বাহির হইলেন না। বিষাদে, মনঃক্ষোভে, সমস্ত দিনই তাঁহার অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। পিতা ডাকিলেন,—"জ্ঞানেন্দ্র, ভাত খাবে এস!" কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—"শরীরটা কেমন কেমন কর্‌ছে; আজ আর খাব না।" যাইহোক, অনেক করিয়া, সন্ধ্যার সময়, বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে একটু জল খাওয়াইতে পারিয়াছিল।

তার পর—আবার রাত্রিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে-হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর, ধরিতে পারিলে, প্রমদাকে যে তখনই টুকরা-টুকরা করিয়া ফেলিবেন, এমনই তাঁর মনের রাগ!

কিন্তু হায়, ঘটনাও বুঝি তাই ঘটে! প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন—কি জানি কাহার প্রতীক্ষায় যেন পথপানে চাহিয়া ছিলেন। এমন সময়, পিছন হইতে, আর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—"পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনই হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—

"স্বামী! আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনার চরণে কি অপরাধে—"

কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শুনিতে পারিলেন না। অমনই দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া—প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া—তিনি সজোরে এক লাথি মারিলেন। "মা গো!" বলিয়া হত-ভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্র-নাথ আবারও পদোত্তোলনের চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়, যেন উপর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, বিমলা তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। বলিল,—"ছি-ছি! কর কি? অত উতলা হ'লে চলে কি? এস—এস—ওপরে এস! আমার কথা শোন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফিরিতে হইল। প্রমদাকে একেবারে খণ্ড-বিখণ্ড করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বিমলার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাকে ফিরিতে হইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্-গস্ করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। প্রমদা, সেইভাবে অনেকক্ষণই সেই ছাদের উপর পড়িয়া রহিল।

(৫)

দুই তিন দিন ধরিয়া বাড়ীতে বড়ই গণ্ডগোল। পিতা বলেন,—"আজই বেটীকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেও—না হয় জ্ঞানেন্দ্রের আর একটা বিয়ে দেব!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের দয়াবতী জননীই—কেবল তাহাতে বাধা দেন; বলেন,—"ছোট বউ যে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী! আমি ওকথা, নিজের চোখে দেখলেও, বিশ্বাস করতে পারি-নে!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র তাহাতে বলেন,—"বিশ্বাস না করেন, না

করুন ; আমি কিন্তু আর এ কালামুখ দেখাতে পারি-নে! আমি অবশেষে আত্মহত্যা হ'য়ে মর্‌ব!"

পিতা বলেন,—"আমি আগেই তো বলেছিলাম—বেটী ছোট-লোকের মেয়ে, ওকে নিয়ে ঘরকন্না করা কোন কালেই চল্‌বে না! নইলে, দেখ্‌লে না, ওর বাপ-বেটা, পণের অবশিষ্ট সামান্য শতখানেক টাকার জন্য কিই না 'ফেরেব-বাজী' কর্‌লে! যাইহোক, ও বেটীকে আজই বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেওয়া যাক। আমি আর কারু কথা শুন্‌ছিনে। এমন সোনারচাঁদ ছেলে আমার—বেটীর জন্যে ভেবে ভেবে হাড়-মাস মাটি করে ফেলেছে—তবু তোমাদের সেদিকে চোখ নেই? যাইহোক, বাপু, তুমি ক্ষান্ত হও; আমি আজই বেটীকে এখনই বিনোর মাকে দিয়ে চালান ক'রে দিচ্ছি। ভয় কি বাবা, আমি আবার তোমার বিয়ে দেব!"

জননী কাঁদিয়া বল্লেন,—"ছি-ছি! ও কথা মুখে এনো না। অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ও সব কথা ভাল দেখায়? আমি বল্‌ছি, ও নির্দ্দোষ; তোমরা ওর প্রতি অমন অত্যাচার ক'রো-না গো—ক'রো না!"

"আরে, রেখেদে তোর ভিট্‌কেল্‌মি! ও সব কিছুই শুন্‌ছি-নে! অমন বউ কি আর ঘরে রাখতে আছে? তোদের জ্বালায় শেষে এক-ঘরে হ'তে হবে না কি?" কর্ত্তা, রূক্ষ-স্বরে এই বলিয়াই, গৃহিণীকে দু'একটা গালিগালাজও দিয়া উঠিলেন।

পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও সেই ভাব—বাড়ীর অপরাপর সকলের মুখেও সেই একই কথা। সুতরাং এক-মাত্র গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে?

এমন সময়, তায় আবার এ কি সোনায় সোহাগা। ডাক-পেয়াদা বাড়ীতে একখানা চিঠি দিয়া গেল। আর, ঝি, সেই চিঠি খানা আনিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্র-নাথ, শিরোনামায় দেখিলেন—প্রমদার নাম। উপরে হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে পত্র আসিয়াছে। এমন সময়েই তাঁহার পিতা বলিলেন,—"দেখই না, বেটীর বাপের বাড়ীর সংবাদই বা কি? কুল-মজানে বেটীকে তা'হলে সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও অমনই, রোষভরে, পত্রখানি খুলিলেন। কিন্তু, খুলিয়াই, এ কি—কেন চমকিয়া উঠিলেন! "রাক্ষসী—রাক্ষসী! তুই আমাদের এমন পবিত্র কুলে কালী দিতে বসে-ছিস্!"—উদ্বেগ-ভরে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; উন্মত্তের প্রায়, প্রমদাকে, পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য, উত্থিত হইলেন।

পিতা, বাধা দিয়া বলিলেন,—"বাছা! একটু থাম—থাম। অত উতলা হ'য়ো না। আমি যা হয়, এর একটা প্রতিকার কর্‌ছি।" এই বলিয়া, তিনি, নিজে সেই পত্রখানি একবার হাতে লইলেন; কিন্তু, দেখিলেন—ওঃ! কি ভীষণ!—কি লোমহর্ষক! আস্তে আস্তে পড়িলেন,—

"প্রাণের প্রমদা

তোমার নির্য্যাতনের বিষয় শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কি করিব, উপায় নাই। থাকিলে, এই দণ্ডে তোমাকে মুক্ত করিতাম। কিন্তু, যাইহোক, আজ রাত্রিতে তুমি, যেরূপে হউক—হয় ছাদের মৈ দিয়া, নয় পাছ-দুয়ার দিয়া, নয়

রান্না ঘরের ভাঙা জানালা দিয়া—বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্রই আমার লোক থাকিবে। একবার বাহির হইতে পারিলে আর ভাবনা———"

কর্ত্তা, আর পড়িতে পারিলেন না। ক্ষোভে, বিষাদে, ক্রোধে, তিনিও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। "বেটীকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিয়ে, তবে জল-গ্রহণ ক'রব।"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এমনই প্রতিজ্ঞা হইল।

গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কোনই উত্তর নাই। হায়, তবে এখন উপায় ?

(৬)

রমণী, বিহ্বল হইয়া কাঁদিতেছে। অপরিচিত দেশে, অপরিচিত বিকট দৃশ্যের মাঝখানে, অপরিচিত নূতন লোকের সহবাসে, হায়! আজ তাহার কি নিদারুণ যম-যন্ত্রণা! রুক্ষ-কেশ, ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণদেহ। সে কাঁদিতে কাঁদিতে ধূলায় লুটিতেছে। নয়নে স্পন্দন নাই, কর্ণশক্তি হ্রাস-প্রায়, মুখেও বাক্য সরে না! তবে যখন যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে—আর সহ্য করিতে পারিতেছে না; এই-মাত্র বলিতেছে,—"বিনোর মা, ও কথা আমায় আর ব'লো না। সব কষ্ট সইতে পারি; কিন্তু বিনোর মা, ও কথায় প্রাণে বড়ই ব্যাথা লাগে!" আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখ ফুটিয়া আর কোন কথাও নাই। কেবল বিনোর মা যেই 'সেই' কথা বলে, অমনই তাহার যন্ত্রণায় বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া যায়।

হতভাগিনীর দিন এরূপেই কাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল, অন্তরাল হইতে শুনিলে, আর একটি কথা শুনা যায়।

রমণী পাগলিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—"নাথ! আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় এমন করিয়া এই প্রেতপুরে ফেলিয়া গেলেন!" রমণী এইরূপেই আক্ষেপ করে, আর অবিরল ধারায় কাঁদিতে থাকে।

বিনোর মা মাঝে মাঝে বলে,—"কেন কাঁদ আর বাছা! তারা যখন তোমায় বাড়ী থেকে ভুলিয়ে এনে, বেশ্যার ঘরে ফেলে রেখে যেতে পার্‌লে, তখন আর কেন তুমি তাদের নাম কর? ভাব-না কেন, তারা তোমার কেউ নেই-ই—"

"নেই-ই" শুনে, রমণী আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। বিনোর মা, বাধা দিয়া বলিল,—"কেঁদে কেঁদে কেন শরীরটা মাটী কর বাছা! আমরাও যখন এসেছিলেম, আমাদেরও তখন প্রথম প্রথম অমনই কষ্ট হয়েছিল বটে; কিন্তু শেস যখন বুঝলেম,—কেউই কিছু নয়—নিজের যাতে সুখ হয়, তারই তল্লাস করা ভাল; তখন হতেই সব ভুলেছি! আর, তাই-ই, দেখ দেখি, এখন কেমন সুখে আছি!"

প্রমদা আর সহিতে পারিল না; দারুণ কষ্ট-স্বরে বলিল,—"বিনোর মা! ও সব কথা শোনার চেয়ে আমার গলায় কেন একটা ছুরি বসিয়ে দাও না! স্বামী অবশ্যই আমার কোন দোষ দেখেছিলেন, আর সে দোষের প্রায়শ্চিত্ত হয় তো এই-ই! তা' ব'লে, তুমি কেন আমায় অমনতর মর্ম্মজ্বালা দিচ্ছ! জেন বিনোর মা, আমায় খেতে না দিলেও আমি বাঁচতে পারি, আমায় ধরে দু' ঘা মার্‌লেও তা' আমার সহ্য হয়; কিন্তু বিনোর মা, ও সব পাপ কথা আমায় আর শুনিও না! তাঁদের নিন্দার কথাও আমার কাছে আর বলো না—ও নরকের পথেও আমায়

আর টেন না! বিনোর মা, এর চেয়ে কষ্ট আর যে সইতে পারি-নে।"

প্রমদা, ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিনোর মায়েও মনে তখন সন্দেহ জন্মিল,—"কেন তবে এমন হ'ল!"

এ যেন গোলকধাঁদা! ব্যাপার দেখিয়া, আমরাও চমকিত। এখনও ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না—"হায়! প্রমদার কেন এমন হ'ল।"

পাঠক! আপনারা যদি কেউ কিছু জেনে থাকেন, আমাদের বল্‌বেন কি,—কেন এমন হ'ল?

সর্ব্বনাশী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুল-কলঙ্কিনী।

"পারবে না?"

"না।"

"পারবে না?"

"না।"

"কেন?"

"কেন আবার কি? আমিই না হয় ব'খে গিয়েছি, তা' বলে এক অবলা স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ ক'রব?"

মহেন্দ্রনাথ সিংহ মহাশয়ের বাটীর পশ্চাদ্ভাগে খিড়কীর বাগানে লতামণ্ডপের মধ্যে, নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া, একজন যুবক ও এক জন যুবতী, এইরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল।

যুবতী কহিল,—"ইঃ—এত ধর্ম্মজ্ঞান গা,—তবে আমার সর্ব্বনাশটা করলে কেন? তখন 'অবলা স্ত্রীলোক' ব'লে মনে পড়েনি? তখন আমাকে কুলবালা ব'লে বোধ হয়নি!"

যুবক।—না, তা' হয়নি। তুমি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি ডেকে এনেছিলে, পাপনয়নে আমার দিকে চেয়েছিলে, পাপ-মতিতে আমার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে- তাই আমি তোমার সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়াছিলাম। নচেৎ তুমি আমার

কে—আমি তোমার কে? আমি শখের পায়রা, সখে এখানে সেখানে উড়িয়া বেড়াই। অর্থের আবশ্যক হইলে বাড়ীতে আসি; নচেৎ 'সেই খানেই' পড়িয়া থাকি। মাঝে হইতে তুমি কেন আমায় বাঁধিলে? কেন ধরা দিলে? মনে করিয়া দেখ, আমি তোমায় প্রথমে একাজে কত বাধা দিয়াছিলাম? মনে করিয়া দেখ, আমি তোমায় কত নিষেধ করিয়াছিলাম।

যুবতী।—নগেন! তুমি কি সেই নগেন? বল দেখি, তোমার প্রতি আমি কতদূর বিশ্বাস করিয়াছিলাম? তোমার নিকট হইতে আমি কত প্রত্যাশা করিয়াছিলাম! আজ তুমি আমায় নিরাশ করিলে?

যুবতী কাঁদিতে লাগিল। নগেনের মন তাহাতে গলিল। সে কিছু নরম হইয়া বলিল,—"বিমলা! ছি, তুমি কেঁদে ফেল্‌লে। দেখ, আমি তো তোমায় কোন বিষয়ে নিরাশ করি নাই। তুমি আমার নিকট যখন যাহা চাহিয়াছ, তখনই তাহা দিয়াছি। তোমার স্বামী তোমায় ভালবাসে না; আমি তোমায় ভাল-বাসিয়াছি। তোমার জন্য কলঙ্ক-পশরা শিরে তুলিতেও স্বীকৃত হইয়াছি। সবই করিয়াছি, তোমার জন্য সবই করিতে পারি। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখ, একটি অবলা বালিকার সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া তোমার কি ফললাভ হইবে?"

রোষভরে যুবতী কহিল,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—আমি অপাত্রে দেহ-মনঃ-প্রাণ সমর্পণ করিয়াছি। দেখিব, একা কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না?"

রোষ-কষায়িত লোচনে একবার নগেন্দ্রনাথের দিকে চাহিয়া, দম্ভভরে, বিমলা, খিড়কীর দরজা দিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ

করিল। নগেন্দ্রনাথ অনেকক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া শেষে নিরাশ চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

মহেন্দ্রনাথ সিংহ, গ্রামের মধ্যে এক জন প্রসিদ্ধ লোক। পাঁচ জনে তাহাকে ভক্তি, শ্রদ্ধা করে। গ্রামের ভিতর তিনি এক জন মুরুব্বিযানা ধরণের লোক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহার একমাত্র সন্তান। সাধ করিয়া আবার তিনি তাহার দুই বিবাহ দিয়াছেন। বড় বধূর নাম বিমলা—সেই কুল-কলঙ্কিনী সর্ব্বনাশীকেই আমরা প্রথমে পাঠকের সম্মুখে চিত্রিত করিয়াছি। বোধ হয়, সেই জন্য দুই একজনের বিরক্তি-ভাজনও হইতে পারি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সাপিনী-সতিনী।

"কি করবো ভাই! একমনে বিধাতাকে ডাকি, আর নিজ অদৃষ্টকে ধিক্কার দিই। আমার মা' বাপ্ তো আর মন্দ দেখে বিয়ে দেন নি। অমন দশরথের মত শ্বশুর, কৌশল্যার মত শাশুড়ী, রামের মত স্বামী, রাজা রাজড়ার মত বিষয় বিভব—আমার কিসের অভাব ছিল, ভাই! আমারই অদৃষ্টদোষে দেখ, শ্বশুর শাশুড়ী স্বর্গে গেলেন—স্বামী আমার প্রতি বিরূপ হ'য়ে, বারাঙ্গনার রঙ্গভঙ্গে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন। বারবিলাসিনীর বাটীতে অবস্থান করা সুখকর বোধ কর্লেন—আমি এখানে ভেবে ভেবে শরীর কালী করতে লাগ্লাম। হায়! সবই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

"বাস্তবিক তোর কষ্ট, আমার চেয়েও বেশী। আমি সতিনীর জ্বালায় পুড়ে মরি, তবু তাঁর পায়ে ধরে সাধি। কত গালি-গালাজ দেন, তবু তাঁকে বড় দিদির ন্যায় সম্মান করে থাকি। তাঁর অনেক প্রকার কুলকলঙ্কের কথা শুনিতে পাই, তবু তাহা ঢাকিযা রাখি। স্বামী জিজ্ঞাসা করিলে, বাজে কথায় উড়াইয়া দি'। কিন্তু তবও তিনি আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য যেন সদা সর্ব্বদাই প্রস্তুত। স্বামীকে একদিন আমার গৃহে আসিতে দেখিলে, তিনি জ্বলিয়া উঠেন, আমি হাতে পায়ে ধরিয়া স্বামীকে তাঁহার গৃহে পাঠাইয়া দিয়াও তাঁহার মনস্তুষ্টি সাধন করিতে পারি না। এত দুঃখ, এত কষ্ট, স্বামী-সুখে একেবারে বঞ্চিত, তথাপি বলি, ভাই! তুমি আমা অপেক্ষাও দুঃখিনী। কেন না,

আমি তব্ স্বামীকে দুই এক রজনীর জন্য দেখিতে পাই—তুমি আবার তাও পাওনা। আহা! তিনি যে কেন এমন হইলেন, কিছুই বলিতে পারি না। পূর্ব্বে কত ভাল বাসিতেন, এখন আর তার কিছুই নেই।"

মহেন্দ্রনাথ সিংহের ভবনে, দ্বিতল কক্ষে, রাত্রি এগারটার সময়, দুইজন ষোড়শবর্ষীয়া, পূর্ণ যৌবনা সরলা বালা এইরূপে আপনাপন মনদুঃখের কথা লইয়া আলোচনা করিতেছিল। একজনের নাম প্রমদা, আর একজনের নাম নগেন্দ্রবালা। প্রমদা, মহেন্দ্রনাথ সিংহের একমাত্র পুত্র শ্রীমান্ জ্ঞানেন্দ্রনাথের দ্বিতীয়া দারা। আর নগেন্দ্রবালা পার্শ্বের বাটীর ৺ দ্বিজরাজ বসুর, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী একমাত্র পুত্র, নগেন্দ্রনাথের ভার্য্যা। দুইজনেই প্রায় সমদুঃখে দুঃখিনী, তাই দুইজনে এত ভাব। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন,—

"কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,—
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে।"

ব্যথার ব্যথী নহিলে ব্যথা বুঝিবে কে? নগেন্দ্রবালা আর প্রমদায় তাই এত ভাব—তাই এত মেশামিশি। উভয়েই উভয়কে আপনার সুখ দুঃখের কথা জানায়, উভয়েই উভয়ের জন্য ব্যাকুল। প্রমদার কোন কথা নগেন্দ্রবালাকে না বলিলে তৃপ্তি হয় না। আবার নগেন্দ্রবালাও যে কোন কথাই হউক, প্রমদাকে না বলিয়া স্থির থাকিতে পারেনা।

একদিন বা নগেন্দ্রবালা প্রমদার কক্ষে আসিয়া গল্প করিত, একদিন বা প্রমদা, নগেন্দ্রবালার কক্ষে যাইয়া সুখ-দুঃখের কথায় সময় অতিবাহিত করিত। তবে যে দিন প্রমদা স্বামীকে

পাইবার আশা রাখিত, সে দিন নগেন্দ্রবালার সহিত, সকাল সকাল পৃথক হইল। নগেন্দ্রবালা ও প্রমদা আকৃতিতে উভয়েই প্রায় সমান। এমন কি পশ্চাৎ হইতে দেখিলে, কে প্রমদা কে নগেন্দ্রবালা তাহা স্থির করা দুরূহ হইত।

প্রমদার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহাকে দিনকয়েক বড় ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু সঙ্গিনী বিমলা ঈর্ষানলে প্রদীপ্ত হইয়া চারিদিকে এমনই ষড়যন্ত্র করিয়া, প্রমদাকে অসতী প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল যে, সেই মোহে মুগ্ধ হইয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনও প্রমদার প্রতি একরূপ সন্দেহজনক ভাব ধারণ করিয়াছিল। সে সঙ্গিনীকে তুষ্ট রাখিবার জন্য প্রমদা, স্বামীর হাতে পায়ে ধরিয়া, নিজ সুখে জলাঞ্জলি দিয়াও, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বিমলার কক্ষে পাঠাইয়া দিত, সেই বিমলাই আবার সুবিধা বুঝিয়া স্বামীকে এই কথা বলিত—"তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস করিবে না। তুমি মনে কর, সঙ্গিনী ব'লেই বুঝি বলি; কিন্তু তা' নয়। প্রমদা মোটে তোমায় চায় না—তোমায় দেখতে পারে না। তাই ভাল মানুষী জানিয়ে, তোমাকে আমার ঘরে পাঠিয়ে দেয়। মনে করে, কেউ কিছু বুঝতে পারবে না—কিন্তু আমি সে সব জানি —আমার কাছে কি আর ও চালাকিটুকু খাটবে? এদিকে ওর নগেনের উপর টান কত! এই ঘরে ব'সে আমি তোমায় দেখা'তে পারি যে, ও মই দিয়ে আমাদের ছাদ থেকে ওদের তিন চার হাত উচুঁ ছাদে উঠে, রাত্রি দুপুরের সময়, নগেনের কাছে যাবার জন্য তাদের বাড়ী যায়।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই সকল কথা শুনিয়া একদিন বলিলেন,—

"তোমার কথা শুনিয়া আমার বিশেষ সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু একদিন আমায় দেখাতে পার, তবে পুরো বিশ্বাস করি।"

বিমলা তাহাতে উত্তর করিয়াছিল, "তার আর ভাবনা কি? —তোমায় যে দিন হ'ক একদিন দেখিয়ে দেব। প্রমদা ওরকম রোজই প্রায় গিয়ে থাকে, একদিন আর তোমায় দেখাতে পারবো না?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ দুঃখের কথা।

যাহাহউক, এদিকে প্রমদা ও নগেন্দ্রবালার কথোপকথন সেইরূপই চলিতেছে।

প্রমদা বলিল,—"দেখ ভাই! স্বামীর মনে কি জানি, কি একটা ভাবের উদয় হইযাছে। তিনি পূর্ব্বে আমায় যত ভাল বাসিতেন এখন আর তত ভালবাসা দেখিতে পাই না। যেন কেমন একতর হয়ে গিয়েছেন। সেদিন এই ঘরে আসিযা তিনি পিছন হইতে আমার চোক টিপিয়া ধরেন। আমি মনে করেছিলাম, বুঝি তুমি এসেছ। তাই, তোমাকেই মনে করে, বলেছিলাম—"আর কেন ভাই! চিনে-ছি—চিনে-ছি! কেন আর চোক ধর নগেন!" স্বামী তাইতেই এক প্রকাণ্ড দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন "ও!" তা'রপরেই রাগে গস্‌গস্‌ করিতে করিতে ত্বরিতপদে আমার গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইলেন। আমার চোক ছাড়িয়া দিবামাত্র আমি পিছন ফিরিয়া, জিব

কাটিয়া বলিলাম,—"তুমি—" কিন্তু স্বামী তাহা না শুনিয়াই নীচে নামিয়া গেলেন। আমি তাড়াতাড়ি তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলাম,—কিন্তু সে সময় ঠাকুর উপরে উঠিতেছিলেন—কাজেই আর যাইতে পারিলাম না। তিনি সিঁড়ি দিয়া তব্‌তব্‌ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন। আর সেইদিন থেকেই আমার উপর তাঁর বিরূপ ভাব। এখন বল দেখি, ভাই! কেন স্বামী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন, কেন ক্রোধ-পরবশ হইয়া নীচে চলিয়া গেলেন!"

নগেন্দ্রবালা। আমি যদিও কতকটা বুঝ্‌তে পেরেছি, কিন্তু তোমায় বল্‌তে আমার সাহস হয় না।

প্রমদা। কেন ভাই?

নগেন্দ্রবালা। পাছে তুমি কেঁদে কেটে একসা কর।

প্রমদা। না—না আমি কাঁদ্‌ব না, তুমি বল।

নগেন্দ্রবালা নিশ্চয় জানিত, যদি সে প্রমদার কাছে, "জ্ঞানেন্দ্র-নাথের প্রমদার উপর অবিশ্বাস জন্মিয়াছে"—এই কথা বলে, তা' হ'লে প্রমদা বোধ হয় তখনই মূর্চ্ছা যা'বে; কাজেই নগেন্দ্র-বালা কোন কথা বলিল না। মনে মনে ভাবিল, "এই অদৃষ্ট-দোষে পিতৃকুলে আমার কেহই নাই, অকালে শ্বশুর শাশুড়ী পরলোক গত হইয়াছেন, স্বামী বেশ্যাপরবশ হইয়াছেন। আবার যে প্রমদার সঙ্গে একসঙ্গে বসি দাঁড়াই—একসঙ্গে অনেকটা সময় অতিবাহিত করি—আজ শুদ্ধ আমারই অদৃষ্টদোষে, আমার নাম ধরিয়া ডাকার দরুণ, সন্দেহে সন্দেহে বুঝি বিষময় ফল উৎপন্ন হয়। আমারই অদৃষ্টদোষে, বুঝি সরলা প্রমদার সর্ব্বনাশ হয়! হায় প্রমদা! কেন তুমি শুধু "নগেন" বল্‌লে?

"নগেন্দ্রবালা" বা "নগেনবালা" বল্‌লে তো তোমার স্বামী কিছু সন্দেহ করতেন না।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, উত্তরোত্তর বিমলার প্ররোচনায় বাস্তবিকই এমনই হইয়া উঠিয়াছিলেন, যে পাতাটি নড়িলে, কুটোটি পড়িলে, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয়, ঐ বুঝি কে আসিতেছে! ঐ বুঝি, কুলকলঙ্কিনীর কলঙ্ককাহিনী লইয়া গ্রামের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা আন্দোলন করিতেছে। ঐ বুঝি প্রমদা নাগেন্দ্রনাথের বাটীতে যাইতেছে।

নগেন্দ্রবালা নিজে প্রমদার সমস্ত ঘটনা বুঝিয়াও কিছু প্রকাশ না করিয়া কহিল,—"আজ চল্‌লুম ভাই। তোমার ঘটনাটি বড় খারাপ হয়েছে বোধ হয়, এই থেকেই তোমার কপাল ভাঙ্‌তে পারে। এখনও উপায় আছে—এখনও স্বামীর মন নরম করিতে পারিলে, তিনি সমস্ত বুঝিতে পারিবেন—তাঁহার ভ্রম বিশ্বাস তিরোহিত হইবে। কাল আর আমি আসিব না। তুমি এই ছাদের উপর সিঁড়ির কাছটীতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। যেই স্বামী উপরে উঠ্‌বেন—অমনই একেবারে তাঁহার পায়ে জড়িয়ে পড়্‌বে। আর বল্‌বে—"নাথ! আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় এত অনাদর করেন? যদি না জানিয়া কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আমার তিরস্কার করুন, আমি আর কখনও তাহা করিব না। এইরূপে নানাপ্রকার কথাবার্ত্তায় তাঁহার মন যৎকিঞ্চিৎ নরম হইলে, তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া প্রথমে হাওয়া করিবে। তারপর তিনি যাহা জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহার যথাযথ উত্তর দিতে পারিলেই —তোমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। কিন্তু দেখিও, লজ্জা মান

অভিমান সকল বিষয় ত্যাগ করিয়াও এই কাযটী আজ করিতে চাও নহিলে তোমার ভারি বিপদ।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া নগেন্দ্রবালা একবার ঘড়ীর দিকে চাহিয়া দেখিল, প্রায় বারটা বাজে। কাজে কাজেই তাড়াতাড়ি করিয়া প্রমদার নিকট বিদায় লইয়া, প্রস্থান করিল।

*   *   *   *

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী। একটি মহেন্দ্রনাথ সিংহের ও অপরটি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস। নগেন্দ্রনাথের বাড়ী হালফেশানে নির্ম্মিত তাই মহেন্দ্রনাথ সিংহের বাটী অপেক্ষা প্রায় তিন চারি হাত উচ্চ। দুইটি বাড়ীরই কতকাংশ দ্বিতল এবং কতকাংশ ত্রিতল। মহেন্দ্রনাথ সিংহের বাড়ীর দ্বিতলের ছাদে দাড়াইলে, নগেন্দ্রনাথের ছাদ আরও প্রায় তিন চারি হাত উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। তবে নগেন্দ্রবালা একখানি ছোট মই কিনিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই, তাহাদের উভয়ের যাতায়াতের এত সুবিধা হইয়াছিল। এইরূপে দুই সখীতে প্রতিদিনই প্রায় রাত্রি দ্বিপ্রহরাবধি সুখ দুঃখের কথায় সময় অতিবাহিত করিত। তারপর উভয়ে পৃথক হইত। কথোপকথনও শেষ হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

চাক্ষুষ-দর্শন।

"ঐ দেখ, ঐ দেখ, মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"

বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথের কোলের কাছে বসিয়া, তাহার

ঘরের জানালার ফাঁক দিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক দেখাইতেছে —"ঐ দেখ, ঐ দেখ, ঐ মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে।"

বিমলা বড় জাঁক করিয়া স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথকে বলিয়াছিল. —"তার আর ভাবনা কি? তোমাকে যেদিন হ'ক একদিন দেখিয়ে দেবো। প্রমদা ওরকম রোজই প্রায় গিয়ে থাকে। একদিন আর তোমায় দেখাতে পার্‌বো না।"

প্রমদার দুরাদৃষ্টবশতঃ বিমলার সর্ব্বনেশে অভিসন্ধি, এইবার পূর্ণমাত্রায় সাধিত হইল।

নগেন্দ্রবালা, ঘটনাক্রমে সেইদিন রাত্রি দ্বিপ্রহের সময় প্রমদার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া, ক্ষুদ্র মই লাগাইয়া তাহাদিগের ছাদে উঠিতেছিল। বিমলা দেখাইল,—"ঐ দেখ— ঐ দেখ—মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"

প্রমদা ও নগেন্দ্রবালা দেখিতে প্রায় একরকম, বয়সও উভয়ের প্রায় সমান। কাজেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাত্রিতে, ত্রিতলের কক্ষে বসিয়া, অত শত বুঝিতে পারিলেন না।

কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া, রাক্ষসী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, প্রমদার উপর তাঁহার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। বিমলার কথা, বিমলা একপ্রকার প্রমাণ করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাবিলেন— "নিশ্চয়ই প্রমদা দ্বিচারিনী!"

বিমলা, সুযোগ বুঝিয়া বলিল,—"আমি কি আর মিথ্যে বলি? আমি প্রায়ই দেখে থাকি, তাই-ই বলি!' তবে কি না সতিনী সম্পর্কটা বড় খারাপ, তাইতে তুমি যা' মনে কর! কিন্তু এখন তো আর কিছু বল্‌বার যো নাই—এখন তো সব চাক্ষুষ দেখলে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর। এ ঘটনা চাক্ষুষ দেখিয়া কি বলিয়াই বা আর বিশ্বাস না করেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন, "হায়! এতদিন আমি কি পিশাচীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম! ধিক্—ধিক্—আমাকে! এতদিন যদি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করতেম, তা' হলে, আমাকে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হ'তে হ'ত না। হায়! এতদিন আমি দুধ কলা দিয়ে কি কালনাগিনীকে পুষ্‌লেম! দেবী জ্ঞানে পিশাচী প্রেতিনীর সেবায় কাল কাটালেম! বিমলা! বিমলা! এখন আর এর উপায় কি? আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, আমি এখনি গিয়ে ওকে খুন ক'রে ফেলে, মনের এই দারুণ আগুন হ'তে অব্যাহতি লাভ করি! এই বলিয়া তিনি সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলা ভাবিল "যদি স্বামী এখনই উঠিয়া যান, তাহা হইলে, এত কৌশল, এত ষড়যন্ত্র, সকলই ব্যর্থ হইবে। কারণ, তিনি দেখিবেন, প্রমদার পরিবর্ত্তে নগেন্দ্রবালা মই দিয়া উঠিতেছে; আরও দেখিবেন, অসতীত্বের পরিবর্ত্তে, সতীত্বের আধার, গৃহলক্ষ্মী প্রমদা তাহার নিজকক্ষেই বসিয়া স্বামীর জন্য ভাবিতেছে—চিরবিষাদময়ী প্রতিমাখানি একমাত্র স্বামীর ধ্যানে নিমগ্ন আছে। কাজেই বিমলা, জানালা বন্ধ করিয়া, অনেক বুঝাইয়া সুঝাইয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সেদিনকার মত আপনারি কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্ গস্ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "প্রমদা—পিশাচী!"

বিমলা কহিল, "তুমি ভাবিতেছ কেন, ও কুলকলঙ্কিনীকে বাটী হইতে কল-কৌশলে বিদূরিত করিয়া দাও। বিনোর

মা খুব ধড়ীবাজ মেয়েমানুষ তা'কে কিছু টাকা দিলেই সে ওকে দেশছাড়া ক'রে রেখে আস্‌তে পারবে! অবশ্য, তোমায়ও তাহার সাহায্য করিতে হইবে।"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কহিলেন—"একেবারে অতদূর করা হইবে না —আগে আর একদিন দেখি।"

বিমলা একথা শুনিয়া বড় সন্তুষ্ট হইল না। তবে স্বামীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল, আর তিনি প্রমদার কক্ষে যাইবেন না। কারণ দর্শাইল, "যে অসতী, সে কুকার্য্যের খাতিরে স্বামি-হত্যাও করিতে পারে।"

পরদিন জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনটা এতই খারাপ হইয়া রহিল যে, তিনি দিনমানে আর বিমলার কক্ষ হইতে বাহির হইলেন না।

* * * *

বিনোর-মা নামক জনৈক 'বৃদ্ধা-বেশ্যা-তপস্বিনি' আজকাল সর্ব্বদাই জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে আসিত। তাহার মুখমিষ্টতা ও পরোপকারিতা দর্শনে লোকে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ ভুলিয়া গিয়াছিল। আজকাল বিমলার সহিত তাহার বড় প্রণয়। নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার অঘটন সংঘটন, তাহারই দ্বারা সংঘটিত হইয়াছিল।

গ্রামের কাহারও কন্যা, পুত্রবধূ, স্ত্রী প্রভৃতিকে কুলের বাহির করিতে হইলে, উচ্ছৃঙ্খল যুবকগণ অর্থ-বিনিময়ে তাহার সাহায্য গ্রহণ করিত। সেও, কে কি রকম স্ত্রীলোক, দেখিলেই, তাহা চিনিতে পারিত। বিনোর মা'র বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, কিন্তু রংটা তার এখনও ফুটফুটে। ঠোঁট দুখানি এখনও সদাই টুকটুকে। যাইহোক, পাড়ায় বাহির হইতে হইলে, সে আর

এখন সে' কালের মত বাহার দিয়া বাহির হয় না—এখন তার ভোল অনেকটা ফিরিয়াছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, তা'র হাতে হরিনামের ঝুলি—কপালে রসকলি। কাজেই লোকে আর তাহাকে বিশ্বাস না করিবে কেন? অথচ এই মোহেই এপর্য্যন্ত সে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। কুলবধুকে ব্যভিচারিণী করা—অর্থ বিনিময়ে তাহাদিগকে কুলের বাহির করিয়া আনা, অথবা গোপনে নায়ক নায়িকার মিলন সংঘটন বিনোর মা'র একটি নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্য। যাহা-দিগের আবশ্যক,—তাহাদিগের তাই সে সকল বিষয়ে অদ্বিতীয়া বিনোর মা'র সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। বিনোর মা'র সেটাও একটা ব্যবসার মধ্যে। গ্রামে বিনোর মা'র চরিত্র সম্বন্ধে অনেক আন্দোলন হইত—কিন্তু তাহার কথার মিষ্টতায় সকলে এত মোহিত—রোগী রোগ শয্যায় বিনোর মার সেবায় এত পরিতুষ্ট --বাড়ীতে কোন একটা কাজ কর্ম্ম হইলে, বিনোর মার বুক দিয়া খাটায় লোকে এত আনন্দিত, যে তাহার চরিত্র সম্বন্ধে লোকে নানা কথা বলিলেও—তাহা উড়িয়া যাইত। কেহ গ্রাহ্য করিত না; বরং বিনোর মা'কে সকলেই আদর যত্ন করিত। কিন্তু বিমলা, এহেন বিনোর মা'কেও ঠকাইয়াছিল। সে বিনোর মা'র এমন বিশ্বাস করাইয়া দিয়াছিল, যে প্রমদার চরিত্রে প্রমাদ আছে, এবং তাহাকে বাটী হইতে বিদূরিত করিতে না পারিলে, সংসারের আর মঙ্গল নাই। নগেন্দ্রনাথের সহিত নিজ কলঙ্ক-কাহিনীও ধরা পড়িবার সম্ভাবনা।

নগেন্দ্রনাথের সহিত বিমলার মিলনে বিনোর মা'র উভয় পক্ষেই লাভ ছিল। যেদিন সে নির্ব্বিঘ্নে উভয়ের মিলন করা-

টয়া দিতে পারিত, পরদিন উভয়ের নিকট হইতেই দুচারটাকা করিয়া পাইত। কাজে কাজেই বিনোর মা' সে লোভ পরিত্যাগ করিতে পারিল না। সে প্রমদার সর্ব্বনাশ সাধনে বিমলার সহায় হইল।

বিনোর মা' সেইদিন দ্বি-প্রহরের সময় বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শেষ বিমলা বলিয়া দিল,—"তবে তুমি কেবল ঐ কর্ম্ম কর,—তা' হ'লেই আমার কার্য্যসিদ্ধি হ'বে। এই পত্রখানা, ওঁর আর কর্ত্তার হাতে এসে পড়্‌তে পার্‌লেই, আমার কার্য্যসিদ্ধি হইবে। পত্রে ঠিকানা থাকিবে "বিষ্ণুপুর"—প্রমদার বাপের বাড়ীর ঠিকানা। লেখা, পুরুষের হইবে—লোকটাকে দাঁড় করাইবে নগেন্দ্রনাথ। বামী দাসিকে আমি ঠিক তাকে তাকে থাক্‌তে বলেছি। ডাকপিয়ন এসে চিঠিখানি বাড়ীতে দিয়ে যা'বে, অমনি সে এসে সে পত্র ওঁর হাতে দেবে। আর তা হলেই কাজ ফর্‌সা!"

বিনোর মা মৃদু হাসি হাসিয়া বলিল—"কেন গো! এই নগেনের জন্য প্রাণ ফেটে যায়—আর এর মধ্যেই এত রাগ কেন?"

বিমলা রোষকষায়িত লোচনে কহিল,—"নগেন্‌ আমার ভারি অপমান করেছে—আমি সেদিন এত করে বল্‌লেম আমার একটা কথা রাখ্‌লে না—আমি এক ঢিলে দুইটী পাখী মার্‌বো।"

বিনোর মা' একবার ভাবিল, নগেনের সহিত বিমলার বিচ্ছেদ ঘটাইয়া আপনার লাভের পথ বন্ধ করিবে কি না? তার পরেই স্থির করিল যে, যখন বিমলার নগেনের উপর মন চটিয়াছে, তখন আর পুনর্মিলনের চেষ্টায় কাজ নাই—বরং

নূতন নাগর আনিয়া দিতে পারিলে, অধিক লাভ হইলেও হইতে পারে।" কাজেই সে আর কিছু না বলিয়া, সেই কথায় স্বীকৃত হইয়া চলিয়া গেল। বিমলা আরও সব ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল।

বিমলা, স্বামীর নিকট আসিল। স্বামী জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর সেদিন গৃহ হইতে বাহির হইলেন না। অধিক বেলা হইয়াছে দেখিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা, তাঁহাকে আহার করিতে ডাকিলেন। তিনি—"শরীরটা কেমন কেমন করুছে, আজ আর কিছু খা'ব না" এই কথা বলিয়া কাটাইয়া দিলেন। শেষে বিমলার অনুরোধে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিলেন মাত্র।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জাল পত্র!

নগেন্দ্রবালার সহিত পরামর্শানুসারে সরলা বালা প্রমদা পরদিন দ্বিতলের ছাদে সোপান-শ্রেণীর কাছাকাছি স্বামীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে। আহা! অবলা ঘুণাক্ষরেও জানে না কি প্রকারে তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে—কি প্রকারে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহাকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে ফেলিতেছে।

* * * *

এদিকে বিমলার ষড়যন্ত্রে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর ধরিতে পারিলে, প্রমদাকে যে তখনই টুকরা-টুকরা করিয়া

কাটিয়া ফেলিবেন, এমনই তাঁহার মনের রাগ! কিন্তু হায়! ঘটনাও বুঝি তা'ই ঘটে! প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছিল—স্বামীর প্রতীক্ষায় পথপানে চাহিয়া ছিল। এমন সময়, পিছন হইতে, আর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন, "পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনি হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল,—"স্বামী! আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনার চরণে কোন্ অপরাধে—" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শুনিতে পারিলেন না। তাঁহার আর সহ্য হইল না। তিনি যেন দারুণ মর্ম্মান্তিক যাতনায়, ভীষণ ক্রোধে অধীর হইয়া দৌড়াইয়া আসিয়া প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক লাথি মারিলেন। "মা গো" বলিয়া হতভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবার লাথি মারিবার জন্য পদোত্তোলন করিতেছিলেন, কিন্তু বিমলা দৌড়াইয়া আসিয়া (পাছে বাড়ীতে একটা খুন হয় ও সকলকে বিপদে পড়িতে হয়, এই ভয়ে) স্বামীকে ধরিয়া ফেলিল। বলিল, "ছি ছি—কর কি!"

বিমলার অনুরোধে জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্‌ গস্‌ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। আর প্রমদা!—প্রমদা সেই খানেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল।

* * * *

পর দিন কথাটা রীতিমত প্রকাশ হইয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন—"কুলকলঙ্কিনীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন।" জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাতা

বিমলার অসচ্চরিত্রের বিষয় কিছু কিছু আভাষে জানিতেন, কিন্তু প্রত্যক্ষে কখনও কিছু দেখেন নাই বলিয়া, সে কথা কিছু উত্থাপন না করিয়া, বার বার কহিতে লাগিলেন,—"ছি-ছি"! ওকথা মুখে এনো না! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ওসব কথা ভাল দেখায়? আমি বল্‌ছি, ও নির্দ্দোষ; তোমরা ওর প্রতি অমন অত্যাচার করো না গো—করো না!"

সে কথা শুনেই বা কে—সকলেই প্রমদার বিপক্ষে। জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও সেই ভাব! একা গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে।

এমন সময় একি সর্ব্বনাশ! ডাকের পেয়াদা আসিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে একখানি পত্র দিয়া গেল। আর কি সেই চিঠিখানি আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হস্তে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেখিলেন,—পত্রখানি প্রমদার নামে—তাহা 'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার পিত্রালয় হইতে আসিতেছে। কিন্তু তাঁহার পিতা বলিল—"দেখনাই কেন, বেটীর বাপের বাড়ীর খবরটাই বা কি?" জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাই পত্রখানি উন্মোচন করিলেন, কিন্তু ওঃ কি ভীষণ! কি লোমহর্ষক! দেখিলেন পত্রখানি তো প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে আসে নাই! পত্রখানি যে নগেন্দ্রনাথ লিখিতেছে।

"প্রাণের প্রমদা!

তোমার নির্য্যাতনের কথা শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কি করিব, উপায় নাই—থাকিলে এই দণ্ডেই তোমায় মুক্ত করিতাম। কিন্তু যাই হ'ক, আজ রাত্রে তুমি যেরূপে হউক—হয় ছাদের পথ দিয়া, নয় পাছদুয়ার দিয়া, নয় রান্নাঘরের ভাঙ্গা

জানালা দিয়া—বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্রই আমার লোক থাকিবে। একবার বাহির হইতে পারিলে আর ভাবনা,——"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর পড়িতে পারিলেন না। কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, কর্ত্তাও তখন একবার পত্রখানি পড়িতে গেলেন, কিন্তু তিনিও আর পড়িতে পারিলেন না। পত্রখানি খুলিয়াই, তাঁহার মন আরও ক্রোধে ও বিষাদে জ্বলিয়া উঠিল—অভাগিনী প্রমদাকে গৃহ বহিষ্কৃত করিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। চুপি চুপি স্থির হইল কালীঘাট যাওয়ার নাম করে তা'কে বাড়ীর বা'র করা হ'বে। বিনোর মাকে অর্থ-প্রদানে স্বীকৃত করিয়া জ্ঞানেন্দ্র নাথ নিজে প্রমদাকে ছলে ভুলাইয়া বাটী হইতে বাহির করিয়া লইয়া গেলেন। বিনোর মা দাসীর ন্যায় সঙ্গে গেল। পরামর্শ থাকিল, প্রথমে বিনোর মা' ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ দুই জনেই প্রমদার সঙ্গে কিয়দ্দূর যাইবে, তার পর পাশ কাটিয়ে চলে এলেই চল্‌বে। নইলে শুধু বিনোর মার সঙ্গে যেতে হলে, সন্দেহ করিতে পারে। যদি তা'তে না যায়, তবেই তো গোল। তাই স্থির হইল—ভুলাইয়া কালীঘাট দেখানর ছলে, প্রমদাকে কোন এক বেশ্যালয়ে রেখে আসা হ'বে। আর তাহা হইলেই সকল ঝঞ্চাট চুকিয়া যাইবে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ এক গাড়ীতে যাইবেন, আর প্রমদা ও বিনোর মা আর এক গাড়ীতে যাইবেন; কাজে-কাজেই তাঁহার গাড়ী যদি কোন একটা পাশ রাস্তায় ঢুকিয়া পড়ে এবং প্রমদা ও বিনোর মা যে গাড়ীতে থাকিবে, সে গাড়ী যদি সটান সোজা চলিয়া যায়, তাহা হইলে কি প্রমদা আর তাহা বুঝিতে পারিবে? রাস্তায় কত লোকের গাড়ী যাইতেছে, কত গাড়ী মোড় ফিরিতেছে, কে কাহার গাড়ী

চিনিয়া রাখিয়াছে বল? কাজেই প্রমদা যে জ্ঞানেন্দ্রনাথের পাশ কাটান বুঝিতে পারিবে না, একথা স্পষ্টই সিদ্ধান্ত হইল।

যখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ সতীকে ছলে ভুলাইয়া তাঁহার সহিত যাইবার কথা বলিলেন, তখন আর প্রমদা স্বামীর সঙ্গে যাইতে দ্বিরুক্তি করিল না, বরং যেন হাতে স্বর্গ পাইল। স্বামীর সঙ্গে তীর্থযাত্রায় যাইতে তাহার বাধা হইবে কেন? স্বামী আদর করিয়া ডাকিলেন, হাসিয়া কথা কহিলেন। প্রমদা হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। কোথায় যাইতে হইবে তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না।

বিমলার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল! সন্দেহজনক পত্র জ্ঞানেন্দ্র-নাথ ও কর্ত্তার হাতে আসিয়া পড়াতে প্রমদার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুলিতে এইরূপই হয়!

হায়! এই ষড়যন্ত্রে আজ প্রমদার এই দুর্দ্দশা। স্বামী বাড়ী হইতে বাহির করিয়া আনিয়া সেই খানে ফেলিয়া গিয়াছেন, আর অভাগিনী প্রমদা সেই অপরিচিত ভীষণ দৃশ্যের আবাসস্থানে পড়িয়া কাঁদিতেছে। নূতন লোকের সহবাসে—হায়! আজ তাহার কি নিদারুণ মর্ম্মযন্ত্রণা। রুক্ষ কেশ, ছিন্ন বস্ত্র, জীর্ণ দেহ, প্রমদা কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় লুটিতেছে। আর আক্ষেপ করিয়া বলিতেছে, "নাথ! আমি কোন্ অপরাধে—ইত্যাদি।"

বিনোর মা পাশে বসিয়া তাহাকে মন্ত্রণা দিতেছে "কেন

তাহাদিগের জন্য তুমি ভাবিয়া মর? তোমার স্বামী যখন তোমায় বেশ্যার ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারলে, তখন কেন আর তুমি তাদের নাম কর? তাদের ভুলে যাও। আমরা যখন প্রথমে এসেছিলাম, আমাদের এমনই কষ্ট হয়েছিল—এখন কেমন সুখে আছি। বুঝে দেখ, সংসারে কেউ কারো নয় নিজের সুখই সুখ। মনে কর, তোমার কেউ নেই কখনও কেহ ছিল না।"

প্রমদা চীৎকার করিয়া বলিল,—"তুই এমন পিশাচী, তা আমি জানিতাম না। না জানি, তুই এইরূপে কত অবলার সর্ব্বনাশ করেছিস্।"

বিনোর মা "হাঃ হাঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে বিদ্রূপপূর্ণ হাসি প্রমদার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, আঘাত করিল।

প্রমদা, দারুণ যন্ত্রণায়, কষ্ট-স্বরে কহিল,—"বিনোর মা' ওসব কথা শুনানর চেয়ে আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেলনা কেন! যদি স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিলেন, তবে দাও, আমায় বিষ এনে দাও, আমি আর কা'র জন্য এ দেহভার বহন কর্‌ব? স্বামীর উপর সন্দেহ আমার নাই—নিশ্চয়ই পাপ ষড়যন্ত্রে আমার এ দুর্গতি হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি না বুঝে-সুঝে, সীতার ন্যায়, আমায় বিসর্জ্জন দিয়েছেন। বিনোর মা! তোমায় আমি মিনতি করে বলছি, তুমি ওসব পাপ কথা আমায় আর শুনিও না। না খেয়ে যদি মৃত্যু ঘটে, বজ্রাঘাতে যদি ব্রহ্মাণ্ড ভেদ হয়, তথাপি সতী কখনও স্বামীর নিন্দা সহ্য করিবে না, সতী কখনও কুপথে গমন করিবে না।"

তারপর, ক্রমেই প্রমদা অবসন্ন হইয়া পড়িল। তখন বিনোদিনীরও মনে মনে সন্দেহ হইল। "বিমলা কি তবে সত্য সত্যই সতিনীর হিংসায় এমন সতী লক্ষ্মীর সর্ব্বনাশ করিল?"

প্রকৃতই ইহা একটি গোলক-ধাঁধা ব্যাপার দেখিয়া সকলকেই চমকিত হইতে হয়। আমরা কোন ছার! হায়! সর্ব্বনাশীর ষড়যন্ত্রে সরলা সাধ্বী সতীর সর্ব্বনাশ হইল। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, "প্রমদার কেন এমন হইল"—আমরা বলিব, "কুলকলঙ্কিনীর কল-কৌশলে কলিতে এইরূপই হয়।"

কুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সূচনা।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষে মহাবল-পরাক্রান্ত এক রাজা ছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তাঁহার একটি পুত্র হয়। যখন পুত্রের বয়ঃক্রম পাঁচ বৎসর মাত্র, তখন বৃদ্ধ রাজা ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যু-শয্যায় তিনি প্রধান মন্ত্রীকে আপনার নিকটে ডাকাইয়া আনিয়া, আপন শিশু পুত্রকে তাঁহার হস্তে সমর্পন করিয়া, অনেক কথা বলিয়া যান।

প্রধান মন্ত্রী কিন্তু বড়ই কূটবুদ্ধি। শূন্য-সিংহাসন তাঁহার করতলগত জানিয়াও, রাজার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই, তিনি তাহা অধিকার করিতে যত্নবান হয়েন নাই। রাজার মৃত্যু হইল; তাঁহার যথা-বিধি সৎকার করাও হইল। জানিয়া-শুনিয়াও তথাপি সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর সিংহাসনে হস্তক্ষেপ করিলেন না। বরং তিনি রাজ্যমধ্যে প্রচার করিলেন যে,—"এতদিন পরে যদিও আমরা পিতৃহীন হইয়াছি, কিন্তু আমাদিগের সিংহাসন শূন্য হয় নাই। আমরা শিশু রাজকুমারের উদ্দেশে, 'রাজ্যে রাজা বর্ত্তমান' জ্ঞানে, মন্ত্রী-সমাজ গঠিত করিয়া যথারীতি রাজ্য পরিচালন করিব। পরে, কুমার বয়স্থ হইলেই, তাঁহাকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া আমরা তাঁহার আজ্ঞাধীন হইব।"

এই ঘোষণায় প্রজাবর্গ অতিমাত্র প্রীত হইল; রাজকার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলে চলিতে লাগিল।

অল্প দিনের মধ্যেই মন্ত্রীর রাজ্যশাসন-গুণে প্রজাবর্গ বশীভূত হইল; সেনাপতি, অপরাপর মন্ত্রীবর্গ, রাজ্যের শিরোভূষণ গন্য-মান্য জনগণ,—সকলেই নৃপতির মৃত্যু-জনিত শোক ভুলিয়া গিয়া, সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। অত্যাচার, অনাচার, অবিচার একেবারেই তিরোহিত হইল। সকলেরই এই ধারণা হইল যে,—"এমন সুখে কখনও কোন দেশের প্রজাবর্গ জীবন-যাপন করিতে পারে না।"

এতদিনে মন্ত্রী আপনার সময় বুঝিলেন। তিনি দেখিলেন, চারিদিক নিস্তব্ধ, প্রজাগণ সকলেই সুখী; অমাত্যবর্গ কেহই তাঁহার কৌশল বুঝিতে পারেন নাই। বরং সকলেই তাঁহাকে বড় উদারচেতা বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেনাপতি তাঁহার কথায় অঘটন সংঘটন করিতে অগ্রসর; রাজ্যের পঞ্চম বর্ষ বয়স্ক শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত তাঁহার জয়গানে তৎপর। তখন তিনি আপনার ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হইলেন।

রাজনীতিজ্ঞ সূক্ষ্মদর্শী মন্ত্রীবর চারিদিক সুবিধাজনক দেখিয়াও শিশু রাজকুমারকে তাঁহার উচ্চ আশার পথে প্রধান অন্তরায় এবং কণ্টকস্বরূপ জ্ঞানে, তাহাকে কোনপ্রকার ষড়যন্ত্রে সে পথ হইতে সরাইয়া, নিষ্কণ্টক হইবার বাসনা করিলেন। কুচক্রীর কুচক্রের অভাব কি? মনে মনে নানাপ্রকার অভিসন্ধি স্থিরীকৃত করিয়া তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

রহস্য ভেদ।

দুই স্থানে দুই দৃশ্য! আমরা আগে কোনটি বলিব তাহা স্থির করিতে পারিতেছি না। যাহা হউক, একটি একটি করিয়াই বলা যাউক।

ঘোর অন্ধকারময়ী রজনী। কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময়ে রাজপুর-মধ্যস্থ উদ্যানের প্রান্তভাগে রাজবাটীর ধাত্রী এবং রাজ-কুলগুরু দণ্ডায়মান।

ধাত্রী কহিল,—"গুরুদেব! একবার যদি সেখানে পৌঁছিতে পারি, তাহা হইলেই জানিলাম, এযাত্রা কুমারের জীবন রক্ষা হইল।"

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—"সেখানে পৌঁছিতে পারিবে, এমন আশা রাখ কি?"

ধাত্রী।—কেন গুরুদেব?

গুরু।—পথে কোন বিপদ ঘটিতে পারে না কি?

ধাত্রীও বুদ্ধিমতী। ইসারায় কথার ভাবার্থ বুঝিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তবে উপায়?"

গুরু।—পলায়ন।

ধাত্রী।—কোথায়?

গুরু।—সে উপায় আমি করিয়াছি। তুমি কুমারকে লইয়া আইস।

ধাত্রী।—তবে মাতুলালয়ে যাইবার কথা তুলিলেন কেন?

গুরু।—মন্ত্রীর চোখে ধুলা দিবার জন্য। রাজ্যলোভ বড়

লোভ। এই লোভে পড়িয়া কোন্ দিন মন্ত্রী রাজপুরেই কুমারকে হত্যা করিত, সে কথা কেহ জানিতে পারিত কি? কুমারের মাতুল করদ রাজা; মন্ত্রী ইচ্ছা করিলে, তাঁহার রাজ্যকে রাজ্য-শুদ্ধ উড়াইয়া দিতে পারেন। কি সাহসে তথায় প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিব? কুমারের মাতুলালয়ে যাইবার কথা উঠিয়াছে, মন্ত্রীও রাজপুরে হত্যা করিবার ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়াছে। লোকজন সমস্তই তাহার আয়ত্বাধীন। পথে পথে রাজকুমারকে ইহলোক হইতে সরাইবার আর বাধা কি? রাজ-ভাণ্ডার মন্ত্রীর হস্তে; কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় করিয়া উৎকোচ-প্রদানে সমস্ত ঘটনা মিথ্যা করিয়া সাজাইবার বাধা কি? শেষে হয় তো কুমারের মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ সিংহাসন-চ্যুত করিতে পারে। তখন তাহার উচ্চ আশায় বাধা দেয়, এমন সাধ্য কার?

ধাত্রী।—উপায়?

গুরু।—উপায় আমি করিয়াছি। তুমি রাজপুত্রকে লইয়া পলায়ন কর।

ধাত্রী।—কোথায় যাইব?

গুরু।—আমার পরম বন্ধু কাশ্মীরাধিপতির কুলগুরু, উদ্যানের বহির্ভাগে তাঁহার চারিজন শিষ্য-সহ উপস্থিত আছেন। তাঁহাদিগের সহিত আমি সমস্ত ঠিক করিয়াছি। তুমি উদ্যান হইতে বাহির হইলেই তাঁহারা তোমার সহায় হইবেন। তাঁহারা তোমাদিগকে লইয়া কাশ্মীর-যাত্রা করিবেন। তার পর এখানকার যাহা কিছু করিবার, তাহা আমি করিব।

ধাত্রী।—কবে পুনরায় আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব?

গুরু।—শীঘ্রই।

ধাত্রী রাজকুমারকে আনিবার জন্য তথা হইতে প্রস্থান করিল। কুল-গুরুও উদ্যান হইতে বহির্গত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

লোমহর্ষক ষড়যন্ত্র।

পাঠক! একটি দৃশ্য দেখিলেন; এখন, আর একদিক দেখুন।

রাজবাটীর একটি নিভৃত কক্ষে রাজবেশ-ধারী মন্ত্রী, এবং তৎসম্মুখে দুইজন ঘাতুক দণ্ডায়মান। তাহাদিগের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় যমরাজ পর্য্যন্তও ত্রাসে কম্পান্বিত কলেবরে প্রস্থান করেন।

অনেকক্ষণ নানারূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিয়া মন্ত্রী মস্তক উত্তোলন করিলেন। ঘাতুক দুইজন ব্যগ্রভাবে আরও নিকটস্থ হইল। মন্ত্রী তাহাদিগকে কক্ষের বাহিরে গিয়া অপেক্ষা করিতে কহিলেন। তাহারা চলিয়া গেল।

আজ পাপীর চিন্তাকুল চিত্তে শত বৃশ্চিক দংশন করিতেছে। সেই জ্বালা সহিতে না পারিয়া মন্ত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলেন; গৃহের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উন্মত্তের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। একবার একখানি পালঙ্কে উপবেশন করিলেন; আবার উঠিলেন—আবার বসিলেন। তথাপি কোন ক্রমেই মনস্থির হইল না। শেষে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে কহিলেন,—"কেমন করিয়া আমি এ বিশ্বাস-

ঘাতকতার কার্য্য করিব ? মহারাজ আমাকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। তাঁহার শিশুকে বধ করিয়া কেমন করিয়া জীবন-ধারণ করিব ? এখনও তাঁহার জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ধক্ ধক্ করিয়া জলিতেছে—এখনও তাঁহার উপদেশমালা জলন্ত অক্ষরে আমার হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। আমি কি করি ? রাজ্যলিপ্সা বড়ই প্রবল। কুমার জীবিত থাকিতে আমার পথ নিষ্কণ্টক হইবে না। আমার মিষ্টকথায় অপরাপর মন্ত্রী হইতে আপামর সাধারণ প্রজাবৃন্দ আমার প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছে ; আমার সুবিচারে তাহারা মোহিত হইয়াছে। কিন্তু কুমারকে হত্যা করিলে, রাজ্যমধ্যে নানাস্থল হইতে যে বিদ্রোহানল জলিয়া উঠিবে না, তাহা কে বলিল ? সাহসী যোদ্ধৃগণই আমার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে! তখন একটি পথ নিষ্কণ্টক করিতে গিয়া, আমিও শত সহস্র বিপদজালে জড়িত হইয়া পড়িব। এতদিন আমি এই সকল ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। কিন্তু রাজকুল-গুরু এখন সে সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কুমার মাতুলালয়ে যাত্রা করিবে ; পথে পথে তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারিত করিতে হইবে। অবশেষে তাহার মাতুলের উপর দোষারোপ করিয়া এই সুযোগে তাহার রাজ্যও কাড়িয়া লইব।

এইরূপে মন্ত্রী অনেকক্ষণ অনেক প্রকার চিন্তা করিয়া উন্মত্তের ন্যায় আবার উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সম্মুখে কুক্রিয়াভিলাষী বিশ্বাসঘাতকের পরম ঔষধ মদিরা ছিল। তাহা পানপাত্রে ঢালিয়া ধীরে ধীরে উদরস্থ করিলেন। তখন চিন্তাস্রোত কথঞ্চিৎ উপশমিত হইয়া আসিল। এতক্ষণে মন্ত্রী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

হইলেন। হলাহল মস্তকে উঠিয়াছে! আর মায়া নাই, মমতা নাই, ভয় নাই, মান নাই, অপমান বোধ নাই। মন্ত্রী ডাকিলেন—"হসেন আলি!"

"খোদাবন্দ—জাঁহাপনা" বলিয়া এক ভীষণ মূর্ত্তি গৃহ-প্রবিষ্ট হইয়া যথারীতি অভিবাদন করিল। তাহার সেই ভীষণ মূর্ত্তি, সেই গোল গোল রক্তবর্ণ চক্ষু, তার সমস্ত শরীরের দড়ীর মত শিরাবলী দেখিলে যথার্থই ভয়ের সঞ্চার হয়। মন্ত্রী পালঙ্কে উপবেশন করিয়াছিলেন, উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হসেন আলি! তুমি এ জীবনের মধ্যে কয়টা হত্যা করিয়াছ?"

হসেন নির্ভয়-চিত্তে উত্তর দিল,—"ত'ার কি সংখ্যা আছে? পয়সার জন্য কি না করিয়াছি!"

মন্ত্রী।—তুমি কাহার সম্মুখে কথা কহিতেছ, তাহা জান? আমি তোমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতে পারি, তাহা একবার ভাবিয়াছ কি?

হসেন।—কিন্তু মহারাজ! আমি যখন 'খুনী' বলিয়া এই রাজ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলাম, তখন ভূতপূর্ব্ব মহারাজ আমায় বন্দী করেন। দুই চারি দিন পরে আমার বিচার হইল। তিনি ঠিক আপনার মতই আমার এই কয়টি কথা প্রথমে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তার পর কহিলেন,—"হসেন! এ পৃথিবীতে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইবে না। তাই আমি তোমার প্রাণদণ্ড বিধান করিলাম না। তুমি অসংখ্য প্রাণী হত্যা করিয়াছ। কিন্তু ভগবান তোমায় অসংখ্য জীবন প্রদান করেন নাই। সুতরাং অসংখ্য জীব-হত্যা পাপের

প্রায়শ্চিত্ত তোমার একটি জীবন-বধে পূর্ণ হইবে না বলিয়া, আমি তোমায় বধ করিতে বিরত হইলাম। তুমি আজ হইতে জল্লাদরূপে রাজ সরকারে চাকরী গ্রহণ কর—আর হত্যা করিও না।"

মন্ত্রীর মস্তক বিঘূর্ণিত, চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত, হৃদয়-মধ্যে ভীষণ চিন্তার উত্তেজনায় সর্ব্বশরীর কণ্টকিত। মুখ দিয়া কথা বাহির হইয়াও হইতেছে না। মন্ত্রী বলিলেন—"আজ তোমায় আমার কি আবশ্যক জান?"

হসেন।—কেমন করিয়া জানিব, মহারাজ? আপনি যাহা হুকুম করিবেন, আমি তাহাই পালন করিব।

মন্ত্রী।—আমি যা বল্‌বো, তা'ই কর্‌তে পার্‌বে?

হসেন।—মহারাজ! আমাদের অসাধ্য কি আছে? কিন্তু আপনার এ প্রকার কথায় আমার মনে যেন আতঙ্কের উদয় হচ্চে!

মন্ত্রী।—তোমারও ভয় হচ্চে?

হসেন।—মহারাজ! ভয় কাকে বলে, তা' আমি জানি না। কিন্তু তবুও আপনার মনে কি আছে, কে জানে? আপনার এক একটি কথায় আমার সমস্ত শরীর কেঁপে উঠ্‌চে। মহারাজ! ভূতপূর্ব্ব মহারাজের চেহারাখানা যেন আমার সম্মুখে—এই অন্ধকার রাত্রে—যেন ধ্বক্ ধ্বক্ করে জ্বল্‌চে—"

অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মন্ত্রী কহিলেন,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও—কালই তোমার চাকরী জবাব দিব।"

চাকরীর জন্য হসেন বড় গ্রাহ্য করিত না। কিন্তু আজ যে মন্ত্রীর কঠোর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইল, ইহাই পরম

লাভ ভাবিয়া সে চলিয়া গেল। কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াই আবদুলের সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে সে তাহাকে কহিল,—"দেখ আবদুল! আজ আমার প্রাণটা কেমন ছট্‌ফট্ কর্‌ছে। যেন দুই একদিনের মধ্যে একটা কি ভয়ানক ঘটনা ঘটবে। তুই এই-খানে দাঁড়িয়ে থাক্—হয় তো তোকে রাজা এখনি ডাক্‌বে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বধসাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ।

এমন সময় মন্ত্রী ডাকিলেন "আবদুল!"

"মহারাজ" বলিয়া উত্তর দিয়া আবদুল দুই এক পদ অগ্রসর হইল।

হুসেন তাহাকে তাড়াতাড়ি এই কয়টি কথা বলিয়া ছাড়িয়া দিল,—"হঠাৎ কোন কাজে রাজি হস্‌নে।"

আবদুল ঘাড় নাড়িয়া চলিয়া গেল। কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইবমাত্র, মন্ত্রী অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পার্‌বে আবদুল! তুমি কি আমায় চিন্তাহীন কর্‌তে পার্‌বে?

আবদুল কি উত্তর দিবে, তাহা ঠিক করিতে পারিল না। নীরবে মন্ত্রীর মুখপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মন্ত্রী আবার মদ্যপান করিয়া কহিলেন,—"আবদুল! তুমি খুন কর্‌তে পার?"

আবদুল বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করিল,—"কাহাকে, মহারাজ!"

আবদুলের বিশ্বাস ছিল, মন্ত্রীবর অত্যন্ত ন্যায়-পরায়ণ। সুতরাং তাঁহার মুখ হইতে—"আবদুল তুমি খুন করতে পার?" এই কথা শুনিয়া সে চমকিত হইল।

মন্ত্রী আশীবিষের জ্বালায় জ্বলিতে ছিলেন। আবদুলকে নীরব থাকিতে দেখিয়া, অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দ্যাখো আবদুল! রাজসিংহাসনের বিরোধী রাজপুরে একজন ভয়ানক শত্রু আছে; আমি তাহাকে গুপ্তহত্যা করতে চাই। তুমি তাহাকে বধ করতে পারবে?"

এবার আবদুল ভবিষ্যৎ না ভাবিয়াই উত্তর দিল,—"কি মহারাজের পরম শত্রু!—রাজ্যের শত্রু!—রাজসিংহাসনের বিরোধী?—তাহাকে বধ করিতে আবার অন্য কথা? মহারাজ! আমি আপনার দাসানুদাস। অনুমতি করিলে, প্রধান অমাত্যকে পর্য্যন্ত এই শাণিত ছুরিকায় শমন-সদনে প্রেরণ করিতে পারি। যে সিংহাসনের শত্রু, সে রাজ্যের সমস্ত প্রজার শত্রু। মহারাজ! একবার অনুমতি করুন, অর্দ্ধঘণ্টা অতীত হইতে না হইতেই, তাহার ছিন্ন মস্তক আপনার পদতলে আনিয়া উপহার দিব।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করতঃ আবদুল আপনার তীক্ষ্ণ শাণিত ছুরিকা বাহির করিল।

এতক্ষণে মন্ত্রী কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন। আবার একবার মস্তিষ্ক-তেজোহীনকারিণী সুরা পান করিয়া বজ্র-গম্ভীরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি পারবে?"

আবদুল স্থির দৃঢ়প্রতিজ্ঞের ন্যায় উত্তর দিল—"নিশ্চয়ই মহারাজ!"

মন্ত্রী।—আমি রাজকুমারকে গুপ্ত-হত্যা কর্‌তে চাই—তুমি তাহাকে বধ কর্‌তে পার্‌বে?

যে আবদুল 'সিংহাসনের' শত্রু এই কথা শুনিয়া তাহার বধ-সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল; কোষমধ্য হইতে অসি নিষ্কাসিত করিয়া যে আবদুল কতক্ষণে শত্রুর শোণিতে আপনার অসি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবে, তাহাই ভাবিতেছিল; সেই আবদুল মন্ত্রীর কথায় সহসা ভাবান্তর প্রাপ্ত হইল। তাহার সর্ব্ব-শরীর কণ্টকিত, আপাদমস্তক কম্পিত, চক্ষু দীপ্তিহীন হইল—শাণিত ছুরিকা ভূমে পড়িয়া গেল।

বজ্র-গম্ভীর-স্বরে মন্ত্রী তখন জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি! তুমি পার্‌বে না? বিশ্বাসঘাতক! নেমকহারাম! রাজকার্য্যে এত অবহেলা!"

চক্ষুর্দ্বয় রক্তবর্ণ ও দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিয়া আবদুল কহিল,—"একি রাজকার্য্য? ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্রকে বধ করা কি রাজকার্য্য? তাঁহার বংশলোপ করা কি রাজকার্য্য? এ গুপ্ত-হত্যা করিয়া রাজকার্য্যের কি বিঘ্ন ঘুচাইবেন? মহারাজ! আমি বিশ্বাসঘাতক! আমি নেমকহারাম? আর আপনি তবে কি মহারাজ! যদি আমি বিশ্বাসঘাতক হইতাম, তাহা হইলে হয়তো এতক্ষণ ভূতপূর্ব্ব মহারাজের একমাত্র বংশধরের নাম ইহসংসার হইতে বিলুপ্ত হইত!"

ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে মন্ত্রী তখন আপনার অসি নিষ্কাসিত করিয়া আবদুলের দিকে ধাবিত হইলেন। যদি আবদুল আপনার জীবনরক্ষার জন্য অসির আঘাত প্রতিরোধ না করিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার ছিন্ন মস্তক মন্ত্রীর

পদতলে লুণ্ঠিত হইত, সন্দেহ নাই। কিন্তু আবদুল আপনার অসির দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিয়া বজ্রনিনাদী স্বরে কহিল,—"মহারাজ! বৃথা চেষ্টা! আমি বিশ্বাস-ঘাতক কি—কি, তাহা এখনই দেখাইতে পারি। যদি ভূতপূর্ব্ব মহারাজের শিশুপুত্র একবার বলেন যে, "মন্ত্রীর ছিন্ন মস্তক আমি দেখিতে চাই!" শিশুপুত্রকে বধ করিয়া আপনি নিষ্কণ্টকে অপ্রতিহতভাবে রাজত্ব করিতে চাহেন; কিন্তু—মহারাজ! উপরে একজন আছেন, তাহা কি মনে আছে? অধর্ম্মের রাজ্য কতদিন থাকিবে মহারাজ?"

মন্ত্রী উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন,—"তুমি আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

যথারীতি অভিবাদন করিয়া আবদুল প্রস্থান করিল। মন্ত্রী ক্রোধে কম্পান্বিত কলেবরে ভূমিতে পদাঘাত করতঃ আপনা-আপনি বলিতে লাগিলেন,—"আজ হইতে রাজ্যে বিষাঙ্কুর রোপিত হইল। আমার সিংহাসনের একজন শত্রু ছিল। আজ হইতে শত সহস্র শত্রু অভ্যুত্থান করিবে, সন্দেহ নাই। কি করি, কোথায় যাই! না—যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন আর পশ্চাদ্‌পদ হইব না।"

এই বলিয়া মন্ত্রী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কুমার নিরুদ্দেশ।

এদিকে কুলগুরু এবং ধাত্রীর বুদ্ধিমত্তায় রাজকুমার স্থানান্তরিত হইয়াছেন। মন্ত্রী ভাবিয়া আকুল! তাঁহার এতদিনের

আশা বুঝি নির্ম্মূল হইল! আব্‌দুল্‌ ব্যতীত তাঁহার মনোভাব আর কেহই জানিত না—কাহারও নিকট তিনি প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং গুপ্তচর লাগাইয়া আব্‌দুলকে হত্যা করাই তাঁহার প্রথম উদ্দেশ্য হইল। কাজেও ঘটিল তাই। তারপর প্রাতঃকালে যখন তিনি শুনিলেন যে, ধাত্রী রাজকুমারকে লইয়া অদৃশ্য হইয়াছে; তখন তিনি ভাবনায় আরও অস্থির হইয়া পড়িলেন,—ভবিষ্যৎ সুখ-আশায় একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলেন।

রাজ্যমধ্যে ঘোষণা প্রচার করিলেন যে.—"ধাত্রী রাজকুমারকে চুরি করিয়া কোথায় পালাইয়া গিয়াছে। যে তাহার কোন সন্ধান বলিয়া দিতে পারিবে, তাহাকে কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিব। রাজকুমারের জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে।"

আর এই সময় মন্ত্রী মহাশয় গুপ্তভাবে বহু অর্থব্যয় করিয়া, গুপ্তচর এবং ঘাতুক নিযুক্ত করিয়া, তাঁহাদিগকে দেশে-বিদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাদিগকে বলিলেন যে,—"তোমরা যেখানে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে, সেইখানেই তাহাদিগকে হত্যা করিয়া চলিয়া আসিবে। কার্য্য সফল হইলে আমি যথেষ্ট পারিতোষিক প্রদান করিব।"

কুলগুরু জানিতেন, এ সকলই নিশ্চয় ঘটিবে। সুতরাং তিনি আপনার সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে সে বিষয়ের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

দশ বৎসর অতীত হইল। তথাপি রাজকুমারের সন্ধান হইল না। কুলগুরুর সুকৌশলে রাজকুমার কাশ্মীর-রাজ্যে পালিত হইতে লাগিলেন।

মন্ত্রী রাজকার্য্য সমস্তই করেন। রাজার ন্যায় তাঁহার পূর্ণ-অধিকার। সকলেই তাঁহাকে 'রাজা' সম্বোধন করিয়া থাকেন। কিন্তু তথাপি তাঁহার অবোধ মন প্রবোধ মানিল না। তিনি এই দশ বৎসর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া চারিদিক পরিষ্কার রাখিয়া একদিন বিরাট সভা আহ্বান-পূর্ব্বক আপনার অদ্বিতীয় বাগ্মীতাবলে প্রজাবর্গকে বুঝাইয়া দিলেন যে,—রাজ্যে রাজা ভিন্ন কেহ সুশৃঙ্খলে সুচারুরূপে রাজ্য চালাইতে পারে না। কারণ, তাঁহার সকল বিষয়ে স্বাধীনতা থাকে না. রাজার ন্যায় তিনি আপনার মতে কোন কার্য্য করিতে পারেন না। সুতরাং তাহাতে অনেক সময়ে সুফল না ফলিয়া কুফল প্রসব করে। প্রজাগণ, অমাত্যবর্গ সকলেই ইহা বুঝিলেন. সকলেই সম্মতি দিলেন, সকলেই একমত হইলেন। সুতরাং আর বাধা দিবার কেহ রহিল না—নির্ব্বিবাদে মন্ত্রী রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। কেবল প্রধান সেনাপতি সর্ব্বসমক্ষে মন্ত্রীকে ইহা স্বীকার করাইয়া লইলেন যে,—"নিরুদ্দেশ রাজকুমার যদি ফিরিয়া আসেন, তবে তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে হইবে।" মন্ত্রী তাহাতে কাল্পনিক আগ্রহের সহিত সম্মতি প্রদান করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। বহুকালের আশা এতদিনে সফল হইল।

মন্ত্রীর একটিমাত্র কন্যা। সন্তানাদি তদ্ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। কুলগুরু একদিন মন্ত্রীকে কহিলেন,—"মহারাজ! আপনার একটিমাত্র কন্যা; বিদ্যা-শিক্ষা করা তাঁহার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। রাজকুমারের আর আসিবার সম্ভাবনা নাই। কারণ, তাহা হইলে এ দশ বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ

তাঁহার কোন সংবাদও পাওয়া যাইত! হয়তো তিনি জীবিতই নাই। যাহাহউক, যদি তিনি কখনও আর ফিরিয়া না আসেন, তাহাহইলে আপনার কন্যাই একপ্রকার সিংহাসনের একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হইবেন, সন্দেহ নাই। সুতরাং তাঁহাকে সুশিক্ষিতা করা একান্ত আবশ্যক।"

মন্ত্রী কুলগুরুর মনোগত অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া কহিলেন,—"আচ্ছা, আপনি আমার একমাত্র কন্যাকে আপনার ভবনে লইয়া যাউন। এ বাটীতে থাকিলে বিদ্যা-শিক্ষা-সম্বন্ধে তাহার শিথিলতা জন্মিতে পারে।"

গুরুদেবও তাহাই চাহেন; তাঁহার উদ্দেশ্যও তাই। তথাপি তিনি আম্‌তা আম্‌তা করিয়া, যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বেও, উত্তর দিলেন,—"আচ্ছা, তবে তাই হবে।"

গুরুদেব মন্ত্রী-কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গেলেন। সরমা নাম্নী তাঁহার একটি কন্যা ছিল। মন্ত্রীকন্যা দুই এক দিনের মধ্যেই তাহার সহিত বেশ মিশিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

কুমার!

কৃষ্ণ যেমন নন্দালয়ে বাড়িয়াছিলেন, রাজকুমারও তদ্রূপ কাশ্মীররাজ্যে বাড়িতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম পূর্ণ হইল, তখন গুরুদেব গুপ্তভাবে তাঁহাকে পুনরায় দেশে আনয়ন করিলেন। রাজকুমার, জানিতেও পারিলেন না যে, কি জন্য, কোথা হইতে, তাঁহাকে কোথায় আনা হইল। এই

মাত্র শুনিলেন এবং জানিলেন, তিনি পালক-পিতার গৃহ হইতে গুরুগৃহে আনীত হইলেন, কাশ্মীর রাজ্যে গুরুদেবের একজন বন্ধু ছিলেন, তাঁহাকে রাজকুমার পালক পিতা বলিয়া জানিতেন। তাঁহাকে এই মাত্র বলিয়া দিয়াছিলেন,—"এতদিন পরে আমি তোমায় গুরুগৃহে প্রেরণ করিতেছি। তথায় তিনি তোমার যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষার উত্তম আয়োজন করিয়া দিবেন।"

ঘটিলও তাহাই। রাজকুমার গুরুভবনে আগমন করিলেন; কুলগুরু, তাঁহাকে কহিলেন,—"তোমার আকার প্রকার রাজ-কুমারের ন্যায় দেখিতেছি, আমি তোমায় 'কুমার' বলিয়া ডাকিব।"

রাজকুমার, ভিতরের কথা কিছুই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন না, কিন্তু গুরুর আজ্ঞা শিরোধার্য্য, এই জ্ঞানে অবনত মস্তকে তাহাই স্বীকার করিলেন, বলিলেন,—"যে আজ্ঞা গুরু!"

গুরুদেব, মনে ভাবিলেন,—"ভগবান্ আমায় বল দাও, আমি যেন মানসিক ক্রটিতে এতদিনের গোপনীয় কথা আজ হঠাৎ প্রকাশ করিয়া না ফেলি। রাজকুমার জানে না সে কোন্ উচ্চবংশ-সম্ভূত। তাই "কুমার" বলিয়া ডাকিতে লজ্জিত হইল। কিন্তু হে করুণাসিন্ধু দয়াময়! তোমার বলে, তোমার কৃপায়, আবার আমি ইহাকে পিতৃসিংহাসনে বসাইতে চাই। আমায় বল দাও প্রভু! বুদ্ধি দাও, যাহাতে আমি আমার উদ্দেশ্য সফল করিতে পারি, তজ্জন্য আমায় আশীর্ব্বাদ কর।"

কুলগুরু, সেনাপতিকে একদিন কহিলেন,—"আমার এক-জন শিষ্য আমি আপনার নিকট প্রেরণ করিব। আপনি

তাহাকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দিবেন। অতি শীঘ্র আমি তাহাকে উচ্চ পদারূঢ় দেখিতে ইচ্ছা করি।"

সেনাপতি, গুরুদেবকে বড় ভক্তি করিতেন। তিনি উত্তর করিলেন,—"যে আজ্ঞা।"

তৎপরদিনই রাজকুমার, গুরুদেবের হস্তলিখিত পত্র লইয়া দুর্গের ভিতর সেনাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রথম দর্শনেই তিনি চমকিয়া উঠিলেন;—ভাবিলেন,—"এ কে? ঠিক ভূতপূর্ব্ব মহারাজের ন্যায়। হায়! "কুমার" এতদিন জীবিত থাকিলে, এত বড় হইতেন,—সন্দেহ নাই।"

সেনাপতি, জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নাম কি?"

রাজকুমার কহিলেন,—"কুমার।"

সেনাপতি শিহরিয়া উঠিলেন। মনে নানাবিধ তর্ক উপস্থিত হইল। আবার অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার পিতার নাম কি?" রাজকুমার কহিলেন—"জানি না, অতি শৈশবেই আমার পিতামাতার মৃত্যু হয়। আমি পরগৃহে প্রতিপালিত হইয়াছি। আমার পালক পিতার নাম শ্রীমাধবাচার্য্য স্বামী। তিনি আমায় গুরুগৃহে শিক্ষার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন।"

সেনাপতি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। অথচ সন্দেহও ঘুচিল না। তিনি সহকারী সেনাপতির হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করিয়া আবার ভাবনা-সাগরে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রণয়ের সূত্রপাত।

মন্ত্রিকন্যা বালিকা নহে। তাহার বয়ঃক্রম পঞ্চদশবর্ষ। বিবাহের জন্য নানা দেশ হইতে নানা সম্বন্ধ আসিতেছে; কিন্তু গুরুদেবের চতুরতায় সে সমস্তই ভাঙ্গিয়া যাইতেছে। অথচ মন্ত্রী মহাশয়, এ বিষয়ের বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিতেছেন না।

ধীরে ধীরে মন্ত্রিকন্যার প্রাণে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছে। অজ্ঞাতে 'কুমারকে' সে ভাল বাসিয়াছে। অজ্ঞাতে তাঁহার মন প্রাণ চুরি গিয়াছে।

রাজকুমার দিবসে দুর্গমধ্যে থাকিয়া অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করেন, আর সূর্য্যাস্তের মধ্যে তথা হইতে বাহির হইয়া গুরুগৃহে ফিরিয়া আসেন। সরমা ও মন্ত্রি-কন্যা, প্রতিদিনই বাগানে ফুল তুলে, মালা গাঁথে, সরোবরে মালা ভাসাইয়া দেয়, তরুশাখায় মালা বাঁধিয়া রাখে, কিম্বা আপনার কবরীতে পরে, আর বসিয়া বসিয়া গল্প করে। ঠিক সেই সময় প্রতিদিনই রাজকুমার, গুরুগৃহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হ'ন। সকলের সহিত সরলভাবে কথা কহেন। নূতন রণ-কৌশল কি কি শিক্ষা করিয়াছেন, তাহাই প্রতিদিন গল্প করেন। মন্ত্রিকন্যা ও সরমা, অবাক্ হইয়া তাহাই শুনে, আর কত কথা জিজ্ঞাসা করে।

মন্ত্রিকন্যা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"কুমার! তোমার পিতা মাতার বিষয় তুমি কিছুই অবগত নও, সে বিষয়ে জানিতে চেষ্টা কর না কেন?"

কুমার কহিলেন,—"তা'তে তোমার কি হ'বে।"

লজ্জাবনত মুখে মন্ত্রিকন্যা কহিল,—"অজ্ঞাত কুলশীলকে সকলে ঘৃণা করে।

কুমার।—তোমরাও কি ঘৃণা কর?

সরমা।—না আমরা ঘৃণা কর্‌বো কেন, আমরা তোমার সঙ্গে কথা ক'য়ে বরং কত আহ্লাদিত হই। যতক্ষণ তুমি না এস, বিমলা, (মন্ত্রিকন্যার নাম বিমলা) ততক্ষণ যেন কেমন এক তর হযে থাকে, তুমি এলেই কত হাসে, কত ফুলের মালা গাঁথে, কত গল্প করে।

কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন বিমলা! তুমি এমন কর।"

বিমলা কি উত্তর দিবে, খুঁজিয়া পাইল না। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কষ্টে স্বষ্টে উত্তর দিল,—"তুমি বেশ গল্প কর, আমি তোমার গল্প শুন্‌তে বড় ভালবাসি। গুরুদেব বলেছেন—"তোমরা কুমারকে সামান্য বংশীয় বলে মনে করো না। কোন উচ্চবংশে তাঁহার জন্ম। আজি হউক কালি হউক, দুইবৎসর পরে হউক, যত শীঘ্র সম্ভব, উহাঁর পালক পিতা আমায় "কুমারের" বংশ বিবরণী লিখিয়া পাঠাইবেন। তিনি লিখেছেন, অজ্ঞাত কুলশীল বলে কুমারকে কেহ ঘৃণা না করে। কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি এখন উহাঁর জন্ম-বৃত্তান্ত গোপন রাখ্‌ছেন।"

কুমার।—গুরুদেব আমায়ও তা'ই বলেছেন।

সেইদিন হইতে কুমার, বিমলার শূন্যদৃষ্টিতে অর্থ দেখিতে পাইলেন। সেইদিন হইতে তাঁহার মনের গতি সেই দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

দিন যায়, দিন আসে। কুমার ও বিমলার ভালবাসা ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হয়। কেহই কিছু জানিতে পারে না। অথচ প্রাণে প্রাণে আকর্ষণ। উভয়কে দেখিলে উভয়ে সুখী হয়, তাহাদের পরস্পরের প্রাণজুড়ায়।

প্রথম প্রথম বিমলা, সরলা বালিকার ন্যায়, সরল প্রাণে, সহাস্যবদনে কুমারের সহিত কথা কহিত কিন্তু এখন আর তাহা করে না—লজ্জা বোধ করে। দেখিয়া শুনিয়া একদিন সরমা জিজ্ঞাসা করিল,—"এত কেন লো ?"

বিমলা। কি লো ?

সরমা। বলি, তোর এ কেমনতর লো ?

বিমলা। বেশ্ লো !

সরমা। বা'লো ! তবে সই ! ছাড়া পাখী বাঁধা পড়েছে ?

বিমলা। শিকলি তবু পরেনি।

সরমা। পর্‌লে কি আর দেখা হ'বে না ?

বিমলা। কোন পাখী ভাই ! শিকলি কেটে আস্‌তে পারে ?

সরমা। বলি, প্রাণটা ভাসালি কেন ?

বিমলা। গাছথেকে শুকনো পাতা নদীতে পড়লো, তা'কে গিয়ে জিজ্ঞাসা কর্‌গে—'ও পাতা ! তুই শ্রোতের টানে ভেসে যাস্ কেন ?'

সরমা। তবে আর'কি, মা বাপকে খবর দে, যে, তুই বিক্রী হয়ে গিয়েছিস্।

বিমলা। কৈ হয়েছি ? এখনও তো দর কসা মাজা হচ্ছে !

সরলা। ভ্যালা মেয়ে যা' হোক্ বাপু! তোর সঙ্গে কথায় কে পেরে উঠ্‌বে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আশীষ!

কুমার, নিজ প্রতিভাবলে ক্রমশই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সেনাপতি. তাঁহাকে বড় ভাল বাসিতেন, সকল যুদ্ধে কুমারকে পাঠাইতে তাঁহার মন সরিত না। কিন্তু, কুমার ইচ্ছা পূর্ব্বক রণে গমন করিতেন।

গতযুদ্ধে সহকারী-সেনাপতি হত হইয়াছেন, আজ সেই পদ কাহাকে দিবেন, সেনাপতি মহাশয় তাহাই ভাবিতেছেন। এমন সময় কুমার তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

সেনাপতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি সংবাদ?"

কুমার।—বিপক্ষ পক্ষের সেনা-সংখ্যা বিংশতি সহস্র মাত্র—এখনও তাহারা বহুদূরে আছে। রজনীতে আসিয়া আক্রমণ করিবে, সন্দেহ নাই।

সেনাপতি।—কুমার! আজ আমি তোমার রণ পাণ্ডিত্যের আরও অধিক পরিচয় প্রার্থনা করি। তুমি যদি দশ সহস্র সেনা লইয়া বিপক্ষ পক্ষীয় বিংশতি সহস্রকে পরাজিত করিতে পার, তা'হলে আমি তোমায় সহকারী সেনাপতি পদে বরণ করব। দশ সহস্র সেনা লইয়া বিংশতি সহস্র সেনা পরাজয় করতে পারবে?

কুমার।—সে কথা এখন ঠিক ক'রে বল্‌তে পারি না—ভবিষ্যৎকাল-গর্ভে যাহা নিহিত, কেমন ক'রে পূর্ব্বে আমি তাহা বল্‌তে পারব। তবে এইপর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, দশ সহস্র সেনা লইয়া রীতিমত ব্যূহ রচনা ক'রে কৌশলে যুদ্ধ কর্‌লে, বিংশতি সহস্র কেন, অর্দ্ধলক্ষ সেনা অবহেলায় পরাজয় কর্‌তে পারা যায়। এ দাসের উপর যদি সে ভার অর্পিত হয়, তাহলে, দাসও তাহাতে পরাঙ্মুখ হ'বে না বা কৌশলে যুদ্ধে জয়লাভ কর্‌তে, নিস্ফল হ'বে না।

তখন সেনাপতি, কুমারকে ব্যূহ রচনার বিষয় নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। কুমার যাহা উত্তর প্রদান করিলেন, তাহাতে সেনাপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তিনি নিজে যে সকল বিষয় জানিতেন না, আজ কুমারের মুখে তাহা শুনিয়া, অতিশয় হৃষ্টচিত্তে কহিলেন—"কুমার! তবে এখন গুরুগৃহে যাও, যথাসময়ে দুর্গে উপস্থিত হয়ে সহকারী সেনাপতিত্বভার লইবে—আমি অন্যান্য সমস্ত আয়োজন করে রাখ্‌ব।"

অবনতশিরে যথারীতি বিদায় গ্রহণ করিয়া, কুমার গুরুগৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। গুরুদেব, জিজ্ঞাসা করিলেন—"যুদ্ধের সংবাদ কি, কুমার?"

কুমার, অবনত মস্তকে উত্তর করিলেন—"আজ রজনীতে যুদ্ধ হ'বে—এইরূপ গুপ্ত সংবাদ জান্‌তে পেরেছি।"

গুরু। তুমি যুদ্ধে যা'বে?

কুমার। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। গতযুদ্ধে সহকারী সেনাপতি হত হয়েছেন—আজ কে সহকারীর কার্য্য করবে?

কুমার লজ্জাবনত মুখে তথায় দাঁড়াইয়া রহিলেন, কোন উত্তর করিলেন না।

গুরুদেব তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলে তৎক্ষণাৎ তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া কহিলেন—"সেনাপতি কি তোমারই স্কন্ধে সে ভার অর্পণ করেছেন?"

কুমার। আজ্ঞা হাঁ।

গুরুদেব। ভাল, আমি আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, তোমার কোন বিপদ্ ঘট্‌বে না। নির্ব্বিবাদে দেশের মুখোজ্জ্বল ক'রে, বিজয়-পতাকা লয়ে তুমি ফিরে আস্‌বে। যাও, এখন অন্তঃপুরে অন্যান্য সকলের সহিত সাক্ষাৎ ক'রে এস।

কুমার চলিয়া গেলেন। গুরুদেব, তাঁহার মঙ্গল-কামনায় ইষ্টদেবারাধনায় উপবেশন করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

সরমা ও বিমলা, উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল। রাজ্যের গূঢ় তত্ত্বের তাহারা বড় কোন খোঁজ খবর রাখে না। দুইজনে আপনার আপনার কথা লইয়াই কত কথা কহিতেছিল। এমন সময় কুমার তথায় উপস্থিত হইলেন।

সরমা জিজ্ঞাসা করিল—"যুদ্ধের সংবাদ কি?"

কুমার।—স্ত্রীলোকে যুদ্ধ-সংবাদ জেনে কি কর্‌বে।

সরমা। আমায় বল্‌বে না? আচ্ছা বিমলা! তুই জিজ্ঞাসা কর্‌না ভাই?

বিমলা।—আমি পার্‌বো না। তোর দরকার হয়, তুই জিজ্ঞেস ক'র্‌গে।"

বিমলা এই কয়টি কথা বলিয়া লজ্জাবনতমুখী হইল।

সরমা সমস্তই বুঝিতে পারিল। বুঝিয়া বলিল—"না ব'লো আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করে আসি"। এই বলিয়া সে ছুটিল।

বিমলা, "দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও যাচ্ছি"—এই বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও, অন্ততঃ লজ্জার খাতিরেও কতকটা অগ্রসর হইল।

সরমা দূর হইতে কহিল—"আমি এখনি আস্‌ছি।"

বিমলা কি করিবে, কিছুই ঠিক করিতে পারিল না—অথচ যেন বিষম লজ্জায় পড়িল।

কুমার ডাকিলেন—"বিমল!"

বিমলার স্বর বাহির হইল না। ধীরে ধীরে অবনত শিরে কুমারের নিকটবর্ত্তিনী হইল। কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন—"বিমলা! আজ আবার আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও—আমি যুদ্ধে যা'ব।"

চমকিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল—"অ্যাঁ—কেন?"

কুমার, মৃদু হাসিয়া উত্তর দিলেন—"বিমলা! তুমি স্ত্রীলোক, তায় বালিকা। যুদ্ধের প্রয়োজন তোমায় আমি কি বুঝা'ব বল? তবে এই পর্য্যন্ত জানিয়া রাখ, যুদ্ধ নহিলে তোমার পিতার সিংহাসন, রাজ্য, ধন, জন, মান কিছুই থাক্‌বে না—শত্রুপক্ষে সমস্তই কেড়ে নেবে"—

সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই বিমলা, কুমারের হস্ত ধারণ করিয়া বলিল—"তুমি এবার যুদ্ধে যেওনা।"

কুমার। কেন বিমল! তোমার তা'য় ভয় কি? সেনাপতি মহাশয় আমার উপর অদ্যকার জন্য সহকারী সেনাপতির ভার অর্পণ করিয়াছেন। যদি জয়ী হ'তে পারি, তা'হলে আমাকেই তিনি ঐ পদে নিযুক্ত করিবেন। সহকারী সেনাপতিত্ব আমিই প্রাপ্ত হ'ব।

বিমলা। শুনেছি, যুদ্ধস্থল্ নাকি বড় ভয়ানক? সেখানে কেমন করে তুমি যা'বে? আমি তোমায় আজ'যেতে দিব না।

ঈষৎ মৃদু হাসি হাসিয়া কুমার কহিলেন,—"কেন? তুমিতো সেদিন বারণ কর নাই।"

বিমলা। যুদ্ধে কি বিপদ হ'তে পারে, তখন আমি তা' জান্‌তাম না।

কুমার। তুমিতো তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ ক্ষত্রিয় বীরগণের অপূর্ব্ব-কাহিনী পাঠ করেছ। অনেক বীরাঙ্গনার ইতিহাসও তোমার কণ্ঠস্থ হয়েছে। সেই পবিত্র আর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করে তোমার এ হীনমতি হ'ল কেন।

বিমলা এ তিরস্কারে নতমুখী হইয়া রহিল, কোন কথা কহিল না।

কুমার কহিলেন—"বিমলা! তবে বিদায়? ইষ্টদেবের নিকট স্বদেশের মঙ্গল কামনা কর—আজ যেন যুদ্ধে জয়ী হ'তে পারি।"

কুমার চলিয়া গেলেন। বিমলা কাষ্ঠ-পুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সরমা আসিয়া, পশ্চাৎ হইতে এক ধাক্কা দিয়া, হাসির তরঙ্গ তুলিয়া, বিমলাকে বিশেষ লজ্জিত করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

পত্রাবলী।

কুমার সেদিনকার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া শত্রুসৈন্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের রাজ্য জয় করিয়া লইলেন। সেখানে তাঁহাদিগের বিজয় পতাকা উড়িল। কুমার সেখান হইতে মন্ত্রী-মহারাজ, গুরুদেব, সেনাপতি এবং বিমলা এই চারিজনের নামে চারিখানি পত্র লিখিলেন, যথা :—

প্রথম পত্র মন্ত্রী মহাশয়ের নামে লেখা হইল।

মহারাজ !

এ দাস আপনার নিকট পরিচিত নহে, কিন্তু মান্যবর সেনাপতি, পূজ্যপাদ গুরুদেবের নিকট আমার পরিচয় পাইতে পারেন। সেনাপতি মহাশয় অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমায় একদিনের জন্য সহকারী সেনাপতি পদে বরণ না করিলে, এ যশের ভাগী হইতে আমি পারিতাম না। তাঁহার অনুগ্রহে, গুরুদেবের আশীর্ব্বাদে ও ঈশ্বর প্রসাদে এ দাস শত্রুর পরাক্রম ব্যর্থ করিয়া তাহাদিগের রাজ্য জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধে মান্যবর সেনাপতি মহাশয় কিঞ্চিৎ আহত হইয়াছেন। পঞ্চ সহস্র সেনাসহ তিনি আপনার রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আমি অবশিষ্ট সৈন্য সমভিব্যাহারে শত্রুরাজ্য জয় করিয়া আপনার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছি! এখন ইহা আপনার রাজ্য,

আপনি কোন সুবন্দোবস্ত করেন, ইহাই প্রার্থনা। অনুমতি হইলেই, দাস প্রত্যাবৃত্ত হইতে পারে।

অনুগ্রহ প্রয়াসী
শ্রীকুমার।

দ্বিতীয় পত্র সেনাপতির নামে।

মান্যবর সেনাপতি মহাশয়!

আপনার অনুগ্রহে, আপনার উৎসাহে, এ দাস শত্রু-রাজ্যে বিজয় পতাকা স্থাপন করিতে পারিয়াছে। আপনি কেমন আছেন, জানিতে ব্যগ্র হইয়াছি। কবে আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইব, তাহা পত্র দ্বারা জ্ঞাত করিলে, এদাস কৃতকৃতার্থ হইবে। কিমধিক মিতি—

স্নেহাভিলাষী
শ্রীকুমার।

তৃতীয় পত্র গুরুদেবের নামে।

পূজ্যপাদ গুরুদেব!

আপনার আশীর্ব্বাদে এ দাস, মহারাজের শত্রুদল ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগের রাজ্যে বিজয় ভেরী নিনাদিত করিল। যাহাতে আমি অক্ষত শরীরে, এইরূপ দিনে দিনে মহারাজের রাজ্য-সীমা বর্দ্ধিত করিতে পারি, তজ্জন্য আমায় আশীর্ব্বাদ করুন। মহারাজের অনুমতি প্রাপ্ত হইলেই

আমি প্রত্যাগমন করিয়া, আপনার পদধুলি মস্তকে ধারণ করিয়া জন্ম সফল করিব।

পদধুলি প্রয়াসী
আপনার আদরের কুমার।

চতুর্থ পত্র বিমলার নামে।

বিমলা!

যে যুদ্ধে আসিতে বারণ করিয়াছিলে, সে যুদ্ধে তোমার পিতার জয় হইয়াছে। আমি একপ্রকার অক্ষত শরীরে রাজকার্য্য সাধন করিয়াছি। কবে গিয়া আবার তোমায় দেখিব, তাহাই ভাবিতেছি।

তোমার একান্ত প্রিয়
তোমাদের আজ্ঞাত-কুল-শীল
শ্রীকুমার।

মন্ত্রী-মহারাজ যখন শুনিলেন, কুমার একটি নবরাজ্য জয় করিয়াছেন, তখন তিনি বড় আহ্লাদিত হইলেন। সেনাপতিকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—কুমার কে?"

সেনাপতি সমস্ত কথা বলিলেন। মন্ত্রী কহিলেন,—"আপনি তথায় গিয়া রাজ্য স্থাপন করুন। আর কুমারকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিউন। আমি তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি।"

সেনাপতি কহিলেন,—"যে আজ্ঞা প্রভু!"

কিয়ৎক্ষণ পরে আবার কহিলেন—"মহারাজ! কুমারকে

আমি আমার সহকারীর পদে নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা করি। কেবল আপনার আজ্ঞার অপেক্ষা।"

মন্ত্রী-মহারাজ তাহাতে অতিশয় আহ্লাদিত চিত্তে উত্তর করিলেন—"এই আমার স্বাক্ষরিত পত্র লইয়া আপনি গমন করুন। যে বীর, দশসহস্র সৈন্য লইয়া অবহেলায় বিংশতি সহস্র সৈন্য পরাজয় করিতে সমর্থ, তাহাকে রাজ্যের একটা উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে আর কাহার বাধা থাকিতে পারে।"

সেনাপতি, অভিবাদন করিয়া চলিয়া গেলেন। মন্ত্রী-মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন,—"কুমার কে?"

রাজকুলগুরুকে একথা জিজ্ঞাসা করা হইলে, তিনি বলিলেন—"আপাততঃ ইহাকে অজ্ঞাত-কুল-শীল-ধীর যুবা বলিয়াই জানিবেন। অন্য কথা আমি কিছু বলিব না।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ষড় যন্ত্রের অবসান।

মহা সমারোহের সহিত "কুমারকে" রাজ্যে আনয়ন করা হইল। প্রথমেই তিনি মহারাজের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। মহারাজ প্রথম দর্শনেই চমকিত হইলেন। যেন ভূতপূর্ব্ব মহারাজের মূর্ত্তি ছায়ারূপে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান।

অতি কষ্টে মানসিক বল সংগ্রহ করতঃ তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার নাম কি কুমার? তুমি কোন্ বংশ উজ্জ্বল করিয়াছ?"

কুমার কহিলেন—"মহারাজ! গুরুদেব আমার নাম 'কুমার'

রাখিয়াছেন। আমি অজ্ঞাত কুলশীল, এতাবৎ-কাল আমি তাঁহারই অনুগ্রহে প্রতিপালিত।''

ব্যগ্রভাবে মন্ত্রী মহারাজ কহিলেন,—"রাজকুলগুরু এবং সেনাপতি মহাশয়ের নিকট তাহা আমি শুনিয়াছি। কিন্তু যথার্থই কি তুমি অজ্ঞাত কুলশীল ?''

সমস্ত কথা শেষ হইতে না হইতেই বিমলা দ্রুতবেগে আসিয়া পিতৃপদে লুটিয়া পড়িল। পশ্চাতে রাজ্ঞী, রাজকুল-গুরু, প্রধান মন্ত্রী, অমাত্যবর্গ ও রাজ্যের প্রধান প্রধান প্রজা।

বিমলা কহিল,—"পিতা! উহাঁর পরিচয় আমি জানি—আমায় জিজ্ঞাসা করুন।"

বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে মন্ত্রী মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এ কি ব্যাপার !''

কুলগুরু বলিতে আরম্ভ করিলেন। প্রথমে তিনি শৈশবা-বধি রাজপুত্রের সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিলেন। তাহা শুনিয়া মন্ত্রী মহারাজের মুখ শুষ্ক হইয়া গেল। ভয়ে প্রাণ উড়িয়া গেল। কুমার তাহা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর রাজকুলগুরু কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম গ্রহণান্তর আবার বলিতে লাগিলেন,—"হে ধীমান্ প্রজাবর্গ! প্রধান মন্ত্রী ও অন্যান্য অমাত্যগণ! আজ তোমরা আবার তোমাদের রাজা ফিরাইয়া পাইলে। বর্ত্তমান মহারাজা প্রতিশ্রুত আছেন, ভূতপূর্ব্ব মহা-রাজের শিশুপুত্র যদি কখন ফিরিয়া আসে, তবে তাহাকে রাজ্য প্রত্যর্পণ করিবেন। এখন সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করুন! নহিলে যে পাপকার্য্য তিনি করিয়াছেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এ নশ্বর পৃথি-বীতে অন্য কিছুতেই হইবে না। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে আমি

অনেক কষ্টে, অনেক যত্নে, অনেক কৌশল অবলম্বন করিয়া তবে রাজকুমারকে জীবিত রাখিয়াছি। মহারাজ! এখন আপনি রাজকুমারকে তাঁহার পিতৃ-সিংহাসন প্রত্যার্পণ করুন। আপনি যে দুষ্কার্য্য করিয়াছেন, তাহা আজি আমি এতদিন পরে সময় বুঝিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিলাম। যদি একজনেরও আমার কথায় সন্দেহ হয়, তাহা হইলে বলুন—আমি ইহাঁর ধাত্রীকে পর্য্যন্ত আনাইয়া এবং অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণে আমি ইহা সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিব।"

আর অধিক কথা কহিতে হইল না। মন্ত্রী মহারাজ রাজ-কুল-গুরুর পদে লুটাইয়া কহিলেন,—"গুরুদেব! আমায় রক্ষা করুন।"

কুলগুরু কহিলেন—"আমার কি সাধ্য, আমি তোমায় রক্ষা করিব। প্রথমে রাজপুত্রের নিকটে, তারপর আপামর সাধারণ প্রজাবর্গের নিকট করযোড়ে মার্জ্জনা ভিক্ষা কর—যদি সকলে তোমায় ক্ষমা করেন, তাহা হইলে আমার কোন আপত্তি নাই।"

মন্ত্রী মহারাজ তাহাই করিলেন। করযোড়ে কহিলেন,—"রাজকুমার! আমায় ক্ষমা কর।"

রাজকুমার একবার গুরুদেবের মুখপানে চাহিলেন—তার পর বিমলার সহিত চারি চক্ষু সম্মিলন হইল। তিনি নতমুখে উত্তর দিলেন,—"করিলাম।"

তখন মন্ত্রী মহারাজ, আবার সেইরূপ করযোড়ে প্রজা-বর্গের দিকে ফিরিয়া বাষ্পাকুলনেত্রে কহিলেন,—"আমায় ক্ষমা কর।"

দুই চারিজন প্রধান অমাত্য সমস্বরে কহিলেন,—"যে অপরাধ আপনি করিয়াছেন, তাহার ক্ষমা নাই—তবে রাজকুমার যখন আপনাকে ক্ষমা করিলেন, তখন আমাদের আর কোন কথা নাই।"

"জয় রাজকুমারের জয়—জয় রাজকুমারের জয়!"

জয়ধ্বনি গগন বিদীর্ণ করিয়া উঠিল। তাহার সহিত বৃদ্ধ কুলগুরু উল্লাসে উন্মাদের ন্যায় লম্ফন করিতে করিতে কহিলেন,—"জয় জগদীশ্বরের জয়!—জয় রাজকুমারের জয়!"

সকলে নিস্তব্ধ হইলে—কুলগুরু নিজহস্তে কুমারকে সিংহাসনে বসাইলেন। তারপর মন্ত্রী মহারাজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"দাও তুমি নিজহস্তে রাজকুমারের মস্তকে রাজমুকুট পরাইয়া দাও—আর তোমার কন্যা বিমলাকে উঁহার হস্তে সমর্পণ কর। ঈর্ষা পরিত্যাগ করিয়া প্রাণ ভরিয়া বল,—জয় রাজকুমারের জয়।"

কলের পুত্তলিকার ন্যায় মন্ত্রী মহারাজ তাহাই করিলেন; সকলে নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এতদিনে বিশ্বাস-ঘাতকের ষড়যন্ত্রের অবসান হইল।

———•———

অভাগিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

একটি বিধবার একমাত্র কন্যা ছিল। স্বামীর পরলোক-যাত্রার পর, তাঁহার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ যাহা ছিল, কন্যার লালন-পালনে তাহা ব্যয় করিয়া, তিনি এক প্রকার নিঃস্ব হইয়া পড়েন। তাহার উপর কন্যার বিবাহের সময় গায়ের কয়খানি গহনা পর্য্যন্তও বিক্রীত হইয়া যায়। কন্যার নাম মনোরমা।

মনোরমা দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ; কিন্তু মুখশ্রী অতি সুন্দর। সামান্য গৃহস্থের ঘরেই তাহার বিবাহ হইয়া ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত কন্যার বিবাহ হয় নাই, ততদিন বিধবা আপনার অবস্থা কাহাকেও জানিতে দেন নাই। বুদ্ধিমতী আপনার বুদ্ধি-বলে সে সকল যতদূর সাধ্য ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কন্যার বিবাহের দুই দশ দিন পর হইতেই তাঁহার অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। এমন কি, দুই চারি মাসের মধ্যেই তাঁহার এমন অবস্থা ঘটিল যে, প্রতিদিনান্তে তাঁহার আহার জুটিত কি না সন্দেহ। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া, বৈবাহিক মহাশয়ের কৃপাদৃষ্টি কমিয়া আসিতে লাগিল। ভয়—পাছে বিধবা পর্য্যন্ত তাঁহার গলগ্রহ হইয়া পড়েন। সুতরাং বিবাহের পর দুইবার ব্যতীত, মনো-রমার অদৃষ্টে আর পিত্রালয়ে আসা ঘটে নাই। দুরবস্থায় পড়িয়াও বিধবা একবার কন্যাকে আনয়ন করিবার জন্য লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বৈবাহিক মহাশয় সে-

লোককে বাড়ীর দরজা হইতেই বিদায় করেন। আর বলিয়া দেন যে,—"বিয়ানকে বলিও যে, তাঁহার কন্যা এখানে বেশ সুখে আছে; তাঁহার কাছে তাহাকে কেন অসুখী করিতে পাঠাইব? তিনি নিজে ভিখারিণী, কন্যাকে লইয়া গিয়াও কি আবার ভিখারিণী করিবেন? তাঁহার নিজের এক বেলার অন্ন-সংস্থান নাই; তিনি কন্যাকে লইয়া গিয়া খাওয়াইবেন কি?"

বিধবা যখন লোকমুখে এই কথা শুনিলেন, তখন তিনি আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হা অদৃষ্ট! অর্থহীনা হইলে লোকে এমন করিয়াই অনাদর করে বটে! আমি এককালে রাজরাণী ছিলাম, আজ 'ভিখারিণী' হইয়াছি; লোকে তো বলিবেই! সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ।"

এইরূপে কন্যা-দর্শনে নিরাশ হইয়া তিনি আকুল-নয়নে রোদন করিতে লাগিলেন। পাড়া-প্রতিবেশী অপর দুই একজন বিধবা স্ত্রী তাঁহাকে কত বুঝাইলেন। কেহ বা মনোরমার শ্বশুর-শ্বাশুড়ী ধরিয়া কত গালি দিলেন; কেহ বা কত উদাহরণ দিতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বিধবার অশ্রুজল থামিল না। যাঁহারা প্রবোধ-বাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া তিনি কহিলেন,—"মিছা আমায় বুঝাইতেছ বোন! পেটের একটা ছেলে নেই যে, আবার একদিন ভগবান মুখ তুলে চাইবেন! আমার এ দুঃখের অবস্থা এই রকমেই কেটে যাবে। কেউ দেখ্‌বে না—শুন্‌বে না, এই রকম ক'রেই মাটীর দেহ মাটিতে

মিশিয়ে যাবে। আহা! মনু আমার ভাল থাকুক্—ভগবান করুন্, তাই দেখে যেন মর্‌তে পারি!"

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমার একজন দূরসম্পর্কীয়া খুল্লতাত ছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি মন্দ। মদ এবং বেশ্যায় তাঁহার বিষয় অর্দ্ধেক ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। যাহা বাকী ছিল, তাহার আয়ও অন্ততঃ শালিয়ানা দুই সহস্র মুদ্রা। সুতরাং পল্লীগ্রামে তিনি একজন 'ধনী, মানী, গুণী ও সম্ভ্রান্ত লোক' বলিয়া গণ্য ছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার স্বভাব ভাল ছিল; কিন্তু স্ত্রী-বিয়োগ হওয়া অবধি সে নির্ম্মল চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শে। শেষে তাঁহার এমন অবস্থা দাঁড়ায় যে, পাড়া-প্রতিবেশী যুবতী স্ত্রীলোকমাত্রেই, তাঁহাকে দর্শন করিলেই, পলায়ন বা লুক্কায়িত হওনের ব্যবস্থা করিত। মনোরমার বিবাহের পর, তিনি তাহার মাতাকে আপন বাটীতে লইয়া যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন; কিন্তু প্রথমে বিধবা তথায় যাইতে স্বীকৃতা হয়েন নাই। পরে ক্রমে তাঁহার অবস্থা যখন অত্যন্ত খারাপ হইয়া আসিল, তখন এক দিন মনোরমার কাকা (রামরতন বাবু) নিজে আসিয়া বিধবাকে আপন বাটীতে লইয়া যান।

রামরতন বাবুর, মনোরমার মাতাকে লইয়া যাইবার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। তিনি লম্পট, ব্যভিচারী, সদুদ্দেশ্য যে তাঁহার ছিল না, একথা সকলেই বিশ্বাস করিবে।

মনোরমার মাতার বয়ঃক্রম চতুর্ব্বিংশতি বৎসর। তিনি পরমা

সুন্দরী। কিন্তু এই রূপই তাঁহার কাল। এই পোড়া রূপের জন্যই দুষ্টাভিসন্ধি-পূর্ণ রামরতন তাঁহাকে সাদরে আপন বাটীতে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনে বড় আশা ছিল যে, বিধবাকে আপনার হস্তগত করিবেন।

বিধবা ক্রমে ক্রমে এ সকলই বুঝিতে পারিলেন। নির্জ্জনে, নীরবে কত অশ্রুজল ফেলিলেন। কিন্তু কি করিবেন—কোন উপায় নাই! সে স্থান হইতে বহির্গত হইলে, বৃক্ষতল ভিন্ন আর গতি নাই! তাই, যতদিন সহ্য করিতে পারিলেন, ততদিন তথায় বাস করিলেন।

কিন্তু একদিন রামরতন বাবু তাঁহাকে ডাকিয়া স্পষ্টই বলিলেন,—"যদি তুমি আত্ম-সমর্পণ না কর, তবে আমার বাটী হইতে দূর হও; আমি কেন তোমার পালন-ভার বহন করিব?"

বিধবা সে সময়ে কোন কথা কহিলেন না—নীরবে সকলই সহ্য করিলেন। কিন্তু শেষে গভীরা রজনীযোগে রামরতন বাবুর আশ্রয় পরিত্যাগ করিলেন। দুইদিন অনাহারে—অনিদ্রায়, ক্রমাগত চলিয়া, আপনার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, কোন কথা কহিলেন না। নীরবে প্রাণের দুঃখ প্রাণে চাপিয়া, আপনার গৃহে শয়ন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রামরতন বাবু পরদিন প্রাতঃকালে যখন শুনিলেন যে, পিঞ্জরের বিহঙ্গিনী পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি ক্রোধে ও

হিংসায় জ্বলিয়া উঠিলেন। এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা করিলেন যে—যেমন করিয়া পারেন, বিধবার সর্ব্বনাশ করিবেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইলেন। চারি দিকে প্রচার করিয়া দিলেন যে,—মনোরমার মাতা তাঁহার আশ্রয় পরিত্যাগ করিয়া কুপথে গমন করিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে।

বিধবা যখন একথা শুনিলেন, তখন তাঁহার যে কি অবস্থা ঘটিল, তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন কে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? ভাবিয়া ভাবিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া, তিনি শয্যাশায়ী হইলেন। পাড়া-প্রতিবাসী ঘৃণায় তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। দিনে দিনে সেবা ও চিকিৎসা বিহনে, তাঁহার রোগ পূর্ণমাত্রায় বাড়িয়া উঠিল—তথাপি তাঁহার মুখে একটু জল তুলিয়া দিবার একজন লোক জুটিল না।

মনোরমার শ্বশুরালয়ে পূর্ব্বেই তাঁহার নামে মিথ্যাপবাদ রাষ্ট্র হইয়াছিল। এখন আবার এই অন্তিম অবস্থার কথাও তথায় পঁহুছিল। বৃদ্ধ বৈবাহিক তথাপি পুত্রবধূকে একবারও প্রেরণ করিলেন না।

মনোরমা সকল দিকে নিরুপায় হইয়া স্বামীর পায়ে-হাতে ধরিল। বলিল,—"আমায় উনি না পাঠান, তুমি একবার গিয়া দেখিয়া আইস! মা আমার কেমন আছে, একবার তুমিই না হয় জানিয়া আইস!"

সুরেশচন্দ্র (মনোরমার স্বামী) মনোরমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তিনি একথা অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। লুকাইয়া শাশুড়ীকে দেখিয়া আসিলেন। যখন বুঝিলেন, শাশুড়ীর অন্তিম সময় উপস্থিত, তখন পিতার বিনা অনুমতিতেই

মনোরমাকেও লইয়া গিয়া তাহার মাতার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন।

বিধবা তখন কথা কহিতে পারিতেছেন না, তাঁহার বাঙ্‌-নিষ্পত্তি রহিত হইয়াছে। মনোরমার কোলে মাথা রাখিয়া মনোরমার মুখের দিকে অবিরল চাহিয়া, অশ্রুধারা প্রবাহিত করিতেছেন।

রামরতন বাবু এই সকল সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, একবার বিধবাকে দেখিতে আসিলেন। অনুতাপানলে তাঁহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। বিধবা তাঁহাকে দেখিয়া অতি ক্ষীণস্বরে কহিলেন,—"তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ। তুমি আমার নামে মিথ্যাপবাদ না রটাইলে, আমি মরিতাম না। এখনও তুমি পাঁচজনের সাক্ষাতে স্বীকার কর যে, আমার নামে মিথ্যাপবাদ দিয়াছিলে। নহিলে জানিও, নরকেও তোমার স্থান হইবে না—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই।

অনুতাপানলে রামরতন বাবুর হৃদয় দগ্ধ হইতেছিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথাই স্বীকার করিলেন। বিধবাও তখন—"আ! মনু সুখে থাক—ঐ কথা শোন্‌বার জন্যেই আমি বেঁচেছিলাম—এমন সুখে মর্‌তে—" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই মানবলীলা সম্বরণ করিলেন।

———•—

বিধির নির্ব্বন্ধ।

"বিধির নির্ব্বন্ধ কভু খণ্ডন না যায়।"

প্রথম পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বকালে পূণ্যভূমি ভারতবর্ষের কোন স্থানে একজন নরপতি বাস করিতেন। তাঁহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা ভাবিলেন,—"চিরকালই রাজা-রাজড়ার পুত্র-কন্যার বিবাহ লইয়া অনেক বাদ-বিসম্বাদ চলিয়া আসিতেছে। একটা-না-একটা তুমুল কাণ্ড যেন বাধিবেই বাধিবে। আমার একমাত্র কন্যা এখন বয়স্থা। আমি তাহার বিবাহের জন্য গোপনে গোপনে এমন এক পাত্র স্থির করিব যে, আর কোন গোলযোগ ঘটিবে না।" এই স্থির করিয়া, মন্ত্রীর উপর রাজ্যভার অর্পণ করতঃ মনোগত অভিপ্রায় কাহাকেও জ্ঞাত না করিয়া, রাজা দেশ-পর্য্যটনার্থ বহির্গত হইলেন। বহুদিন গত হইল, তথাপি তিনি ফিরিয়া আসিলেন না। যখন যেখানে যে অবস্থায় থাকিতেন, তখনই তথা হইতে পত্র প্রেরণ করিয়া আপনার কুশল-সমাচার এবং অন্যান্য সংবাদাদি মন্ত্রী ও রাজ্ঞীকে জ্ঞাত করিতেন, এই মাত্র।

এদিকে রাজ্ঞী আপনার কন্যাকে বয়ঃপ্রাপ্ত দেখিয়া প্রত্যেক পত্রেই রাজাকে তাহার বিবাহের বিষয় বিবেচনা করিতে লিখিতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মহারাজ সে সকল কথায় যেন

কর্ণপাতও করিতেন না। অবশেষে রাজ্ঞী স্থির করিলেন,—"কন্যা বয়স্থা, মহারাজও এ সময়ে রাজ্যে অনুপস্থিত; অতএব আমিই এ বিবাহের উদ্যোগ করি।" এই স্থির করিয়া তিনি নানা স্থানে পাত্রানুসন্ধান করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে ঘটক প্রেরণ করিতে আদেশ দিলেন। ঘটকগণ, নানা স্থান হইতে নানা রাজপুত্রের সন্ধান আনিতে লাগিল।

অনেক সন্ধান লইয়া ও মহারাজের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়া, রাজ্ঞী অবশেষে একস্থানে কথা স্থির করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে মহারাজ নানা দেশ-বিদেশ—নানা রাজ্য পরিদর্শন করিয়া, এক বহুসদ্গুণসম্পন্ন রাজকুমারের সহিত কন্যার বিবাহ দিবেন স্থির করিয়া (এমন কি বিবাহের দিন পর্য্যন্ত অবধারিত করিয়া) স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়াই, এই আদেশ দিলেন,—"আগামী ১৭ই বৈশাখ আমার কন্যার বিবাহ—আমি পাত্র স্থির করিয়া আসিয়াছি। আজ হইতে পঞ্চদশ দিবস রাজ্য-মধ্যে মহোৎসব হইবে। প্রতি রজনীতে আলোক-মালায় আমার সমস্ত রাজ্য আলোকিত থাকিবে। আজই বন্দী ও ভাটগণকে নানা দেশ-বিদেশে প্রেরণ কর। শত শত ব্রাহ্মণকুমারকে এই নিমন্ত্রণ-কার্য্যে ব্রতী হইতে হইবে। আজ হইতে যাগ, যজ্ঞ, দান, ধ্যান, যাহা কিছু আবশ্যক, সমস্তই আরম্ভ করা যাউক।"

রাজাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইল। রাজ্যে একটা মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল।

রাজ্ঞী এ-সকল কোন বিষয়ই অবগত ছিলেন না। হঠাৎ যখন শুনিলেন যে, মহারাজ কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির

করিয়া আসিয়াছেন, তখন তিনি মহা বিপদে পড়িলেন। তিনি যদি জানিতেন যে, মহারাজ পাত্র স্থির করিবার জন্যই দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলেন, তাহা হইলে তিনি আর উদ্যোগী হইয়া কন্যার বিবাহের জন্য পাত্র স্থির করিতেন না! এখন এ উভয় সঙ্কট! তিনিও যে তারিখে, যে লগ্নে কুমারীর বিবাহের কথা স্থির করিয়াছেন, রাজাও ঠিক সেই তারিখে, সেই লগ্নে কন্যার বিবাহার্থী অন্য এক পাত্র স্থির করিয়া উপস্থিত! কোথায় তিনি রাজার অপেক্ষায় রাজ্যে মহোৎসবের আদেশ প্রচারিত করিতে যৎকিঞ্চিৎ কাল-বিলম্ব করিতে ছিলেন,—না একেবারে হিতে বিপরীত ফল দাঁড়াইল!

আপনার কার্য্যকে কেহ অন্যায় বলিয়া বিবেচনা করে না। তাহা যদি করিত, তাহা হইলে এ পৃথিবী স্বর্গধাম হইত; —কাহারও সহিত কখনও কাহারও বাদ-বিসম্বাদ হইত না। এত মতভেদ—এত পার্থক্য কুত্রাপি আর দৃষ্টিগোচর হইত না।

এই সূত্রের প্রমাণানুসারে রাজ্ঞীও আপনার মনোনীত পাত্রকে (রাজকুমারকে) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থির করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"ইহারই সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব। মহারাজ যে পাত্র স্থির করিয়াছেন, তাহা অত্যুৎকৃষ্ট না হইতে পারে; কিন্তু আমি বিশেষরূপ অনুসন্ধানের দ্বারা আমার মনোনীত পাত্র-সম্বন্ধে যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে ইহা অপেক্ষা উত্তম হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। অতএব, আমি এই পাত্র ভিন্ন অন্য কাহারও সহিত আমার কন্যার বিবাহ দিব না। এ রাজপুরে না হয়, আমি গোপনে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইয়া কন্যার বিবাহ দিব।"

এইরূপ স্থির করিয়া রাজ্ঞী গোপনে গোপনে কন্যার বিবাহের অন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন ; এবং তাঁহার নিজ-মনোনীত পাত্রের সহিত বিবাহ দিবার জন্য স্থিরপ্রতিজ্ঞ রহিলেন।

এ দিকে মহারাজ, মহোৎসবে মত্ত। দেশ-বিদেশ হইতে নিমন্ত্রিত রাজা, মহারাজা, সম্রাট্‌গণের আতিথ্য-সৎকারে নিযুক্ত। বিন্দুমাত্র সময়ও তাঁহার নিকট এখন বহুমূল্য বলিয়া অনুভূত ; রাজ্ঞীর সহিত সাক্ষাৎ করাও বড় ঘটিয়া উঠে না। যদিও বা দিনান্তে এক আধবার সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলেও রাজ্ঞী তাঁহার প্রাণের কথা খুলিয়া বলেন না। কারণ, যদি বলেন, তাহা-হইলে হয় তো মহারাজ সে বিষয়ে অমত করিতে পারেন! এই-রূপে দুই পক্ষেই বিবাহের আয়োজন চলিতে লাগিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ঠিক এই সময়ে বৈকুণ্ঠে একজন দেবদূত বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ভগবান্‌কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান্! মর্ত্তে ঐ যে একটি নরপতির একমাত্র দুহিতার বিবাহ লইয়া এত মহোৎসব দেখিতেছি, উহার কি ঐ রাজপুত্রের সহিতই বিবাহ হইবে?"

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—"না, যাহার সহিত বিবাহ হইবে, তাহা তোমায় পরে বলিব। তবে এই পর্য্যন্ত বলিয়া রাখি, সে বিবাহের আয়োজন তুমিই করিয়া দিবে। কিন্তু আপাততঃ এই বিবাহ লইয়া এক বিরাট ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইবার উপক্রম হইতেছে ; তাহা বলি, শুন।" এই বলিয়া ভগবান্ আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান্! যাহা শুনিলাম, তাহাতে আর একটি বিষয় জানিতে বড় কৌতূহল হইতেছে। রাজা ও রাণী উভয়ের মনোনীত এই যে দুই রাজকুমার আপাততঃ বিবাহের জন্য আগতপ্রায়—ইহাদের মধ্যে কাহার সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ হইবে? রাজরাণী কি গোপনে কার্য্য সমাধা করিতে পারিবেন?"

শ্রীহরি প্রফুল্লমুখে উত্তর দিলেন,—"বৎস! বিধির লিখন কখনও খণ্ডন হয় না। রাজকুমারীর ললাটে যাহা আছে, তাহাই হইবে। ঐ যে রাজ-কারাগারে অন্ধকার-কক্ষে এক জন বন্দী ক্ষুণ্ণ মনে শূন্যদৃষ্টিতে বসিয়া আছে, উহারই সহিত রাজ-কুমারীর বিবাহ হইবে।"

দেবদূত কারাগারের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া সেই অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে দেখিলেন। তাহার মলিন বসন, শীর্ণ শরীর, অপকৃষ্ট মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহার বড় ঘৃণা হইল। তৎপরে নিয়তির লিপির উপর তাঁহার বড় ক্রোধ হইল; তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"না, তা' কখনই হইতে দিব না। এমন শচীসদৃশা চম্পকবর্ণা রাজকুমারীর সহিত একটা অপকৃষ্ট জীবের বিবাহ হইবে?—আবার 'আমিই তাহার আয়োজনকারী!' ভাল, আজ দেখিব, কেমন করিয়া বিধাতার লিপি পূর্ণ হয়।" এই স্থির করিয়া দেবদূত, বৈকুণ্ঠধাম হইতে অপসৃত হইয়া মর্ত্তে অবতরণ করিলেন। ভগবান্‌ও ভক্তের ভাব অবলোকন করিয়া আপন মনে হাসিতে লাগিলেন, এবং দেবদূতের দূরদৃষ্টি-শক্তি হরণ করিলেন।

এ দিকে দেবদূত মর্ত্তে আসিয়া মায়ায় মানবাকার ধারণ-পূর্ব্বক কারাগৃহে প্রবেশ করিলেন। বন্দী চমকিয়া উঠিল।

দেবদূত কহিলেন,—"বন্দী! তুমি মুক্তিলাভ করিতে ইচ্ছা কর?";

বন্দী।—আপনি কে?

দেবদূত।—আমি যেই হই, তোমায় মুক্ত করিবার ক্ষমতা আমার আছে। তুমি মুক্তি-লাভ করিতে ইচ্ছা কর?

বন্দী।—কারাগারের মধ্যে এমন কে বন্দী আছে যে, মুক্ত হইতে ইচ্ছা করে না? কিন্তু মহাশয়! শুনিতেছি, সম্প্রতি রাজ-কন্যার বিবাহ হইবে। অনেক দিন হইল, উত্তম আহার আমার ভাগ্যে ঘটে নাই—

দেবদূত।—আমি তোমায় যথেষ্ট উত্তম আহারীয় দ্রব্য প্রদান করিব। রাজকন্যার বিবাহের আশায় তোমাকে বসিয়া থাকিতে হইবে না।

বন্দী সম্মত হইল। দেবদূত মায়াবলে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বন্দী, কারাগৃহ হইতে বাহির হইল। দেব-দূত তখন, মায়াবলে তাহাকে অচৈতন্য করিয়া, শত সহস্র যোজন দূরস্থিত এক পর্ব্বত-শিখরোপরি বিস্তৃত উপত্যকায় লইয়া গিয়া উপবেশন করাইলেন। কোথায় নরকসদৃশ ভীষণ কারাগার, আর কোথায় এই প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের আধার স্বর্গোপম মনোহর স্থান! এই সকল অভাবনীয় ঘটনা সন্দর্শন করিয়া বন্দীর এক প্রকার বাঙ্‌নিষ্পত্তি রহিত হইল।

দেবদূত কহিলেন,—"দেখ, তোমায় আমি উদ্ধার করিলাম; কিন্তু আর একটি কার্য্য এখনও বাকী আছে। আমি তোমার জন্য আহার-সামগ্রী সংগ্রহ করিতে চলিলাম। তুমি তত ক্ষণ এই নির্জ্জন উপত্যকায় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে আপনার মন-

প্রাণ পুলকিত কর। আমি চলিলাম। তুই চারি মুহূর্ত্তের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া আবার তোমার সন্ধান লইব। তোমায় প্রচুর পরিমাণে আহার্য্য বস্তু প্রদান করিব।"

এই সকল কথা বলিয়া দেবদূত তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। বন্দী বহুকাল-পরে মুক্তিলাভ করিয়া ভগবান্‌কে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এ দিকে রাজ্ঞী গোপনে কুমারীর বিবাহ দিবার সমস্ত আয়োজন করিয়াছেন। কেবল দুহিতাকে গোপনে রাজপুর হইতে বাহির করিয়া আপন পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে পারিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়। রাজ্ঞী তাহারই আয়োজন করিতে সম্পূর্ণ ব্যগ্র। এক জন বিশ্বস্ত দাসীকে রাজ্ঞী বলিলেন,—"দেখ, আমাদের সকল কৌশলই সফল হইয়াছে; কিন্তু দুহিতাকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করি কেমন করিয়া?"

দাসী কহিল,—"নিকটেই আপনার প্রিয়সখীর বাটী। আপনি একটি বৃহৎ 'চেঙারিতে' রাজকুমারীকে বসাইয়া চতুর্দ্দিকে শাল পাতা প্রভৃতি দ্বারা তাঁহাকে আবৃত করিয়া তদুপরি নানাবিধ মিষ্টান্ন সাজাইয়া দেন। আমি চারি জন বাহককে রীতিমত উৎকোচ প্রদানানন্তর বশীভূত করিব। তৎপরে সেই 'চেঙারী' আপনার প্রিয়সখীর বাটীতে লইয়া যাইতেছি'—এই ছল করিয়া, রক্ষীগণের চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ পূর্ব্বক পুরী-হইতে বাহির হইব। অনতিদূরে আপনার পিত্রালয়-প্রেরিত রথ অবস্থান করিবে, এইরূপ বন্দোবস্ত আছে। আমি তাহা-

তেই উহাই 'চেঙারি' রক্ষিত করিয়া বাহকগণকে যথেষ্ট পারি-তোষিক দিয়া বিদায় করিব। তৎপরে তাহারা চলিয়া আসিতে না আসিতেই, দ্রুতগামী অশ্ব-সহযোগে রথ এতদূরে গিয়া পড়িবে যে, তথায় যদি আমি রাজকুমারীকে মুক্ত করিয়া দিই, তথাপি তাহাকে কেহ উদ্ধার করিতে পারিবে না।"

এ অতি উত্তম পরামর্শ। রাজ্ঞী তাহাতে সম্মতা হইলেন। পরামর্শমত কার্য্যও অতি দ্রুতগতিতে চলিতে লাগিল।

যে সময়ে দাসী, চারি জন বাহকের স্কন্ধে সেই গুরুভার অর্পণ করিয়া রাজপথ দিয়া চলিতেছিল, ঠিক সেই সময়েই দেবদূত ছদ্মবেশে রাজবাটীর অভিমুখে ধাবিত হইতেছিলেন। এই সময়ে উত্তম আহারীয়-দ্রব্য-পূর্ণ এক 'চেঙারী' তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি চকিতের ন্যায় বাহকদিগের মধ্যে পতিত হইয়া, আহারীয় দ্রব্য সহ সেই 'চেঙারী খানি' ছিনাইয়া লইয়া শনৈঃ শনৈঃ শূন্য পথে উত্থিত হইলেন। বাহকেরা অবাক হইয়া রহিল। দাসী তদ্দৃষ্টে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।

বিধিলিপি খণ্ডন করিতে গিয়া দেবদূত যে পাপসঞ্চয় করিয়াছিলেন, সেই পাপে তাঁহার দূরদৃষ্টি লোপ পাইয়াছিল। তাই তিনি দেবদূত হইয়াও জানিতে পারেন নাই যে, সেই চেঙারীর ভিতর কি ছিল। সুতরাং তিনি বরাবর সেই চেঙারী লইয়া সেই পর্ব্বতের উপর বন্দীর নিকট উপস্থিত হইলেন। বন্দী সেই অপরিমিত আহার্য্য-বস্তু-সন্দর্শনে পরম পুলকিত হইল। সে এক বার স্বপ্নেও ভাবে নাই, জানিতেও পারে নাই যে, উহার অভ্যন্তরস্থ বস্তু, কত রাজকুমারের প্রার্থনীয়। কত শত বীর, তাহার প্রাপ্তির আশায় উন্মত্ত!

দেবদূত কহিলেন,—দেখ বন্দী! তোমায় মুক্ত করিলাম,—অপরিমিত আহারীয় বস্তু প্রদান করিলাম; এখন আমি নিশ্চিন্ত! তুমি এই নির্জ্জন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ কর, বা নিকটস্থ ঐ পর্ব্বত-গহ্বরে বাস কর, অথবা পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিতে চেষ্টা কর, যাহা ইচ্ছা হয়, করিও; আমি চলিলাম। মর্ত্তে আর আমি অধিক ক্ষণ অবস্থান করিতে পারিব না। আমার শ্বাস রুদ্ধপ্রায় হইয়া আসিতেছে। আমি চলিলাম।

এই বলিতে বলিতে, দেবদূত শূন্যে উত্থিত হইতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তমাত্র অতীত হইতে না হইতে, তিনি আকাশে অদৃশ্য হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

বন্দী 'চেঙারিখানি' উন্মুক্ত করিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে সে একেবারে বিস্মিত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। এই অসম্ভাবিত অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার-অবলোকনে তাহার মনের অবস্থা যে কি হইল, তাহা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।

প্রথম দিন রাজকুমারী এবং বন্দীর পরস্পর পরিচয় হইলে, উভয়ে ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিয়াছিল। কারণ, রাজকুমারী আপনার পিতৃরাজ্যের এক জন সামান্য বন্দীকে বিবাহ করিবে, ইহা বন্দী স্বপ্নেও বিবেচনা করিতে পারে নাই। সুতরাং সে নিরাশ মনে ভিন্ন দিকে প্রস্থান করিবেই তো! অপর পক্ষে, রাজকুমারীও বন্দীকে ঘৃণ্য জীব-জ্ঞানে পরিহারপূর্ব্বক যাহাতে কোনরূপে পর্ব্বতশিখর হইতে অবতরণ করিয়া

স্বয়াজে; উপস্থিত হওয়া যায়, এমন কোন পথ আবিষ্কার করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছে; প্রাণের দায়ে ক্ষতল ক্ষত বিক্ষত হইলেও, চারি দিকে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইয়াছে; কিন্তু তথাপি কোন পথ আবিষ্কার করিতে পারে নাই। বন্দীও তদ্রূপ। প্রায় ছয় মাস এইরূপে সমস্ত উপত্যকা তন্ন তন্ন করিয়াও যখন বন্দী এবং রাজকুমারী উভয়েই একপ্রকার নিরাশ হইল, তখন আবার এক দিন তাহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল।

হায়! বিধির বিধান লঙ্ঘন করে, এমন সাধ্য কার? যাহার যে প্রকার ললাট-লিখন, তাহা যদি পূর্ণ না হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, এ বিশ্ব-সংসার যথেচ্ছাচারিতায় পরিপূরিত হইত। দেখ, ছয় মাস পূর্ব্বে যে রাজকুমারী, যুবক বন্দীকে পরিহারপূর্ব্বক গর্ব্বিত মনে প্রস্থান করিয়াছিল; যাহার দিকে এক বার পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিতেও ঘৃণা বোধ করিয়াছিল; আজ সে তাহাকে রতিপতি কামদেবের ন্যায় সুন্দর বলিয়া অনুভব করিল। আজ সে যেন অন্তরে অন্তরে জানিল, বিধাতা তাহারই সহিত তাহার মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছেন। তাই আজ আর তাহার ঘৃণা হইল না। ছয় মাস একাকিনী ছুটাছুটি করিয়াও কোন সাথী পায় নাই, আপনি প্রশ্ন করিয়া আপনিই উত্তর দিয়া আপনার মনকে প্রবোধ দিয়াছে। আজ সে, বন্দীকে পাইয়া পরমানন্দে তাহাকেই আলিঙ্গন করিল। যেন তাহাতেই তাহার প্রাণ-মন তৃপ্ত হইল। সে হাতে স্বর্গ পাইল। সেই স্থানে সেই মুহূর্ত্তে গান্ধর্ব্ব-বিধানে তাহাদের বিবাহ হইল। বিধিলিপিও পূর্ণ হইল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেবদূত ভাবিয়াছিলেন,—বন্দীকে আমি সহস্র যোজন দূরস্থিত পর্ব্বত-শিখরোপরি নির্গমোপায়বিহীন এক উপত্যকায় রাখিয়া আসিয়াছি। মর্ত্তের মানবের সাধ্য কি, তথা হইতে তাহাকে লইয়া আসে? রাজকুমারী কি আজও অনূঢ়া আছে? নিশ্চয় তাহার সেই দিনই কোন না কোন রাজপুত্রের সহিত বিবাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং দেবদূত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবান্! সেই রাজকুমারীর কাহার সহিত বিবাহ হইল?

বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীমধুসূদন, মৃদু হাসিয়া উত্তর করিলেন,—বৎস! তুমি যাহা চিন্তা করিতেছ, তাহা অলীক। তুমি এক বার বিধিলিপি খণ্ডন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলে বলিয়া, ~~সেই শা~~পে তোমার দূরদৃষ্টি হরণ করিয়াছি। আজি আবার তাহা তোমায় প্রদান করিলাম। একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ দেখি, ঐ উপত্যকার উপরে কেমন একটি ক্ষুদ্র পরিবার বিচরণ করিতেছে!

এখন দ্বাদশবর্ষ অতীতপ্রায়। বন্দী ও রাজকুমারীতে গান্ধর্ব্ব-বিধানে বিবাহ হইয়া, তাঁহাদের চারি পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছে।

দেবদূত তদ্দৃষ্টে অবাক্! ভগবানের পদতলে পড়িয়া ক্ষমা ভিক্ষা চাহিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে অভয় দিয়া চরিতার্থ করিলেন।

সমাপ্ত।